প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৯ ১৪ - ২০ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

জয়পুরহাট কাথলিক ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনের গল্প

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ: একটি ঐতিহাসিক যাত্রার উত্তরণ

অভিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদা

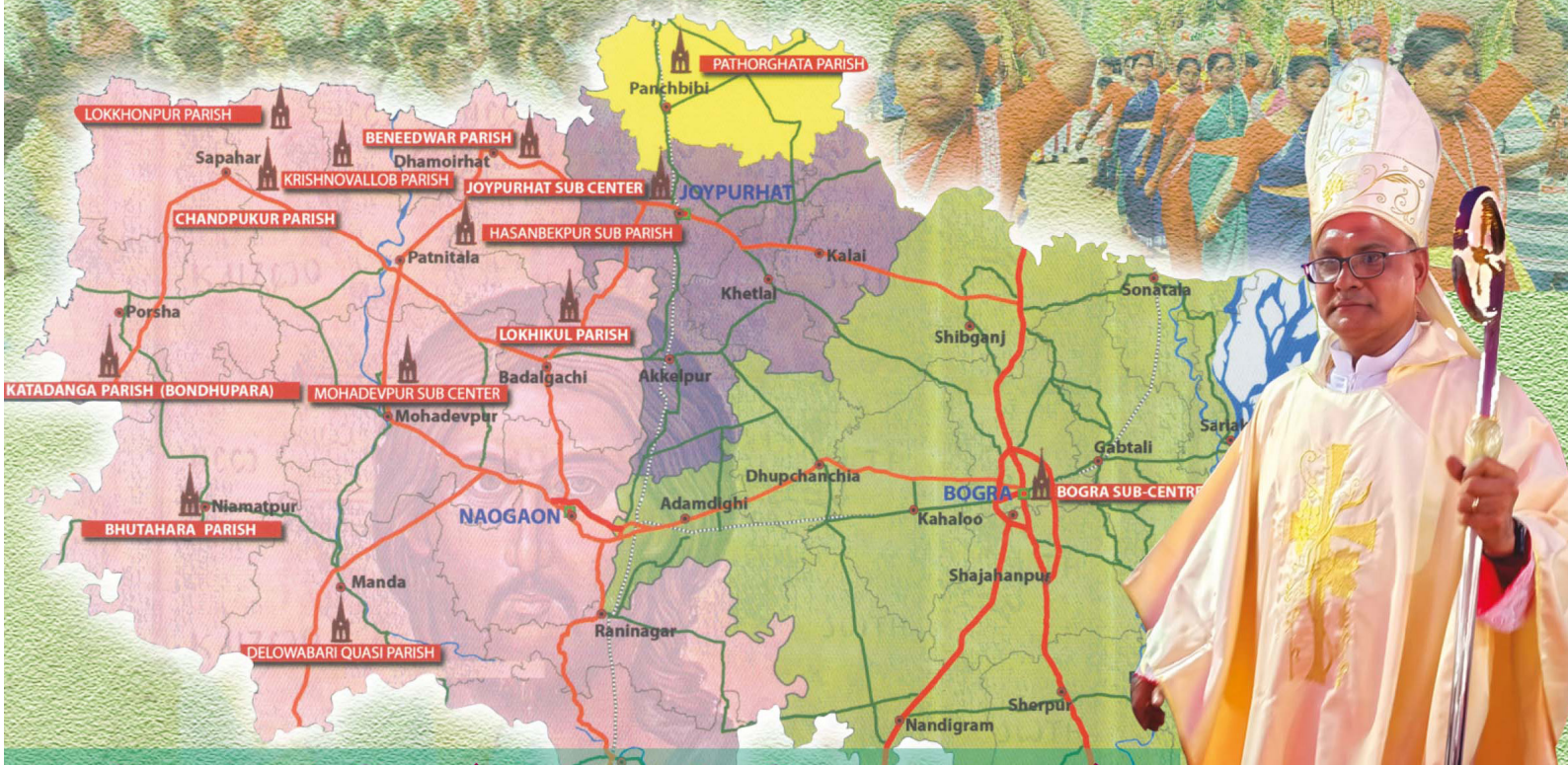

বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে ঐতিহাসিক বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্যদিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ আটটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১২১/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ২৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪৫
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৯
১৪ জুন - ২০ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ - ০৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পবিত্র আত্মার শক্তিতে বিশপ পল গমেজের নেতৃত্বে শুরু হলো জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের যাত্রা

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর জন্য জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মণ্ডলী যুগে যুগে নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে, নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রেম ও মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের জন্মও সেই ধারাবাহিকতারই একটি উত্তম প্রকাশ।

দিনাজপুর থেকে রাজশাহী এবং রাজশাহী থেকে জয়পুরহাট–এই যাত্রাপথ কেবল ভৌগোলিক বিভাজনের ইতিহাস নয়। এটি আরো বেশি মানুষের কাছে আরও নিবিড়ভাবে পৌঁছানোর, বিশ্বাসীদের আরও গভীর পালকীয় পরিচর্যা দেওয়ার এবং সুসমাচার প্রচারের নতুন সুযোগ সৃষ্টির ইতিহাস। দীর্ঘ গবেষণা, প্রায় আঠারো মাসব্যাপী পরিবারভিত্তিক জরিপ, যাজক ও সাধারণ বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ এবং মণ্ডলীর সর্বস্তরের সহযোগিতার মাধ্যমে এই নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের শ্রম, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের রহস্যময় পরিচালনা।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর বৈচিত্র্য। উরাঁও, সাঁওতাল, মুণ্ডারী, পাহান, মাহালীসহ নানা জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ এখানে বসবাস করেন। পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই মণ্ডলীর জন্য নিহিত রয়েছে এক অসাধারণ সম্ভাবনা। নতুন ধর্মপ্রদেশ কেবল খ্রিস্টভক্তদের জন্য নয়; বরং সমগ্র সমাজের জন্য আশা, সংলাপ, উন্নয়ন ও মানবিক সেবার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

এই নতুন যাত্রার নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বিশপ পল গমেজের ওপর। তিনি এই অঞ্চলেরই সন্তান। দীর্ঘ পালকীয় অভিজ্ঞতা, সেমিনারি পরিচালনার দক্ষতা, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক গঠনে তাঁর অবদান এবং মণ্ডলীর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তাঁকে এই দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করেছে।কিন্তু খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে বিশপের দায়িত্ব কেবল প্রশাসনিক নয়; এটি একটি আহ্বান, একটি অনুগ্রহ এবং একটি সেবাধর্মী প্রেরণকর্ম। যিশু যেমন উত্তম মেষপালক হয়ে তাঁর মেষদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তেমনি একজন বিশপও তাঁর জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।

বিশপ ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে তাঁর উপদেশে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মণ্ডলীর পালকীয় দায়িত্বের মূল ভিত্তি হলো মঙ্গলবাণী প্রচার, মানুষের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া, মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সর্বোপরি খ্রিস্টকে ভালোবাসার অঙ্গীকারে অবিচল থাকা। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের নতুন ধর্মপালের কাছেও মণ্ডলী এই প্রত্যাশাই করে–তিনি যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলেন।

বিশপ পল গমেজের বিশপীয় অভিষেক উপলক্ষে বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে হাজারো মানুষের উপস্থিতি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়–মণ্ডলী কোনো ভবন বা প্রতিষ্ঠান নয়; মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের জনগণ। নতুন ধর্মপ্রদেশের প্রকৃত শক্তি তার ভবিষ্যৎ অবকাঠামো নয়, বরং তার মানুষ, তাদের বিশ্বাস, তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের মধ্যে কার্যকর পবিত্র আত্মার দানসমূহে।

তাই আজ আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন একটি সিনোডাল মানসিকতা–যেখানে বিশপ, যাজক, ধর্মব্রতধারী এবং ভক্তজনগণ সবাই একসঙ্গে পথ চলবেন। কারণ নতুন ধর্মপ্রদেশের সাফল্য কোনো একজন ব্যক্তির অর্জন হবে না; এটি হবে একটি সম্মিলিত যাত্রার ফল। বিশেষভাবে যুবসমাজ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী এবং প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেই এই ধর্মপ্রদেশ তার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

"মারীয়া, খ্রিস্টানদের সহায়"-এর মাতৃসুলভ মধ্যস্থতায় জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ হয়ে উঠুক বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের এক জীবন্ত কেন্দ্র এটিই আমাদের বিনম্র প্রার্থনা। বিশপ পল গমেজ পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তিতে পরিচালিত হয়ে যেন সকল জাতি-গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে আরও দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন। নবগঠিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ হয়ে উঠুক একটি সত্যিকার সিনোডাল মণ্ডলী–যেখানে সবাই একসঙ্গে চলবে, একসঙ্গে প্রার্থনা করবে এবং একসঙ্গে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করবে। †

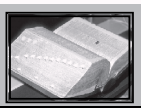

তোমরা বিনামূল্যে যা পেয়েছ, বিনামূল্যেই তা দান করো। (মথি ১০:৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

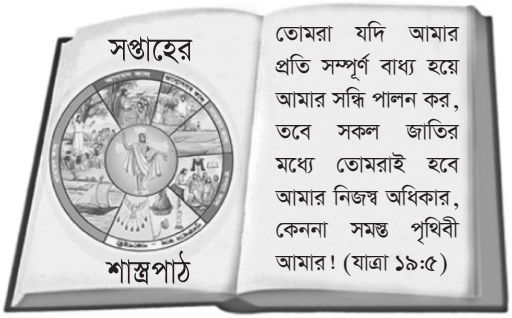

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ জুন - ২০ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৪ জুন, রবিবার
সাধারণকালের ১১তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
যাত্রা ১৯: ২-৬, সাম ১০০: ১-৩, ৫, রোম ৫: ৬-১১, মথি ৯: ৩৬ -- ১০: ৮

১৫ জুন, সোমবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
১ রাজা ২১: ১-১৬, সাম ৫: ১-২, ৪-৬, মথি ৫: ৩৮-৪২

১৬ জুন, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
১ রাজা ২১: ১৭-২৯, সাম ৫১: ১-৪, ৯, ১৪, মথি ৫: ৪৩-৪৮

১৭ জুন, বুধবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
২ রাজা ২: ১, ৬-১৪, সাম ৩১: ১৯-২০, ২৩, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

১৮ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সিরা ৪৮: ১-১৫, সাম ৯৭: ১-৭, মথি ৬: ৭-১৫

১৯ জুন, শুক্রবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু রোমুল্ড, মঠাধ্যক্ষ
২ রাজা ১১: ১-৪, ৯-১৮, ২০, সাম ১৩২: ১১-১৪, ১৭-১৮, মথি ৬: ১৯-২৩

২০ জুন, শনিবার
সাধারণকালের ১১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
২ বংশ ২৪: ১৭-২৫, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৮-৩৩, মথি ৬: ২৪-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ জুন, রবিবার
+ ১৯৮০ ফা. ইউজেনিও পেত্রিন, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফা. টমাস বারোস, সিএসসি (ঢাকা)

১৫ জুন, সোমবার
+ ১৯৭৬ ফা. লুইজি ভেরপেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)

১৬ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ ফা. বেনোয়া ক্রনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ জুন, বুধবার
+ ১৯৯৯ ফা. হেনরী পল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০১ সি. ইমেল্ডা কস্তা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২৪ ফা. সামসন মারান্ডী (দিনাজপুর)

১৮ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬২ ফা. পিয়োত্রো ক্রিভেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সি. সিলভিও ক্লেমেন্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৫১ সি. এম. মুনচিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সি. এম. রেজিনা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রা. ফ্লাবিয়ান লাপ্লান্তে, সিএসসি

২০ জুন, শনিবার
+ ১৯৬৭ ফা. আঞ্জেলো দেল কর্ণো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফা. লুইজি পিনোস, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফা. লরেন্স শ্যামল রেগো (ঢাকা)

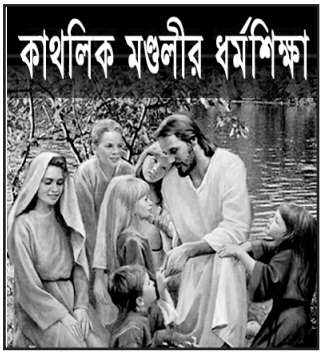

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে
দ্বিতীয় অধ্যায়
"তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে"

২১৯৬ আজ্ঞাগুলোর মধ্যে কোনটি প্রধান, এ প্রশ্নের উত্তরে যীশু বললেন, প্রথমটা এই: "হে ইস্রায়েল, শোন: আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; আর তুমি তোমার প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে; আর দ্বিতীয়টা এই: তুমি তোমার প্রতিবশীকে নিজের মত ভালোবাসবে। এই আজ্ঞা দুটোর চেয়ে বড় কোন আজ্ঞা নেই।

প্রেরিতদূত সাধু পল আমাদের স্মরণ করাচ্ছেন: "পরকে যে ভালোবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। বাস্তবিকই আজ্ঞাসমূহ যেমন, *'ব্যভিচার করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না'*, আর যে কোন আজ্ঞাই হোক, সে সকল আজ্ঞা এই একটি বচনেই সংকলিত হয়েছে: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাস। ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।"

চর্তুথ আজ্ঞা

২১৯৭ চর্তুথ আজ্ঞাটি দশ-আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগের সূচনা। এটি ভালোবাসার বিন্যাস-ব্যবস্থা প্রকাশ করে। ঈশ্বর চেয়েছেন যেন প্রথমে তাঁকে এবং তার পরে, আমরা পিতামাতাকে সম্মান করি, যাদের কাছে আমরা জীবনের জন্য ঋণী, এবং যারা আমাদের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। আমরা তাদের সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য যাদের উপর ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের ভার দিয়েছেন।

২১৯৮ এই আজ্ঞায় ইতিবাচক শব্দে কর্তব্য পালনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই আজ্ঞা পরবর্তী আজ্ঞাগুলোকে উপস্থাপন করে যেখানে জীবন, বিবাহ, পার্থিব বস্তু এবং বাক্-ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর সেটাই মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি।

২১৯৯ চর্তুথ আজ্ঞাটিতে স্পটতঃই ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য ক'রে তাদের পিতামাতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সমন্ধে বলা হয়েছে। কারন এই সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন। একইভাবে এই আজ্ঞাটিতে বৃহত্তর পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়েও বলা হয়েছে। গুরুজন ও পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা দেখানোর দায়িত্ব সম্পর্কেও এ আজ্ঞাতে বলা হয়েছে। পরিশেষে, আজ্ঞাটিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের, মালিকের প্রতি শ্রমিক-কর্মচারীদের, নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তির প্রতি অধীনদের, দেশের প্রতি নাগরিকদের এবং যারা দেশ পরিচালনা বা শাসন করে 'তাদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বলা' হয়েছে।

পিতামাতা, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, নেতা, শাসক, প্রশাসক, এবং যারা অন্যদের উপর অথবা জনসমষ্টির উপর কর্তৃত্ব করে তাদের প্রতি কর্তব্যও এই আজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্বস্বীকৃত।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৫ জুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

জয়পুরহাট কাথলিক ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনের গল্প

ফাদার উইলিয়াম মুরমু

ভূমিকা

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ অবিভক্ত ভারতের কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ স্থাপন করা হয় এবং পিমে মিশনারী ফাদারগণ এই নতুন ধর্মপ্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পিমে ফাদারদের কঠোর পরিশ্রম ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় নতুন ধর্মপ্রদেশে দিনে দিনে খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা ও ধর্মপল্লী বৃদ্ধি পেতে থাকে। সময়ের প্রয়োজনে ও খ্রিস্টভক্তদের পালকীয় যত্ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে বিভক্ত হয়ে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু করে। এরপর ৯টি ধর্মপল্লী ও কয়েকটি উপ-ধর্মপল্লী নিয়ে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চলার শুরু। সর্বশেষ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে ২৮টি ধর্মপল্লী ও কয়েকটি উপ-ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে খ্রিস্টভক্তদের পালকীয় যত্ন ও বাণী প্রচারকে জোরদার, ফলপ্রসূ ও নিবিড়ভাবে করার জন্য আবারও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ নতুন করে কাজ আরম্ভ করে। যার ফলশ্রুতিতে রাজশাহী থেকে বিভক্ত হয়ে নতুন ধর্মপ্রদেশ জয়পুরহাট স্থাপন করা হয়েছে।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ আরম্ভের কথা

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এত বিশাল ভৌগোলিক পরিসরে পালকীয়, আধ্যাত্মিক, শিক্ষাগত ও মানবিক সেবা পৌঁছে দেওয়া দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বিশেষ করে নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সেবার পূর্ণতা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত ছিল। এই বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কয়েকজন যাজকদের সঙ্গে আলোচনা এবং ধর্মপ্রদেশের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সহভাগিতা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতা ও পালকীয় যত্ন নিয়ে ধর্মপ্রদেশের পরামর্শক সভায় আলোচনা করা হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পরামর্শক সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রদেশের পরামর্শকদের কয়েকটি সভায় ধর্মপ্রদেশের বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয়। ধর্মপ্রদেশের পরামর্শকগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের যথাযথ ও নিবিড়ভাবে পালকীয়, আধ্যাত্মিক যত্ন, সেবাদান ও বাণীপ্রচার কাজে আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশকে বিভক্ত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের যাজকদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য যাজকবর্গের সভায় আলাপ-আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যাজকবর্গের সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পরামর্শকদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১২ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ ভবন, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত যাজকবর্গের সভায় বিশপ জের্ভাস রোজারিও প্রস্তাবিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। তিনি তুলে ধরেন যে, বর্তমান ধর্মপ্রদেশের বিশাল ভৌগোলিক বিস্তৃতি পালকীয় কার্যক্রমকে অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করে রাখছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সুসমাচার প্রচারের অপার সম্ভাবনা থাকলেও তা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সভায় উপস্থিত যাজকবৃন্দ এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন। অধিকাংশের মত ছিল নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা হলে পালকীয় কার্যক্রম আরও বেগবান হবে, যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে।

পরবর্তীতে ৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে একই স্থানে অনুষ্ঠিত যাজকদের সভায় পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতায় বিষয়টি আরও গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা ও বিশদভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একটি গবেষণাধর্মী ও তথ্যভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে প্রস্তাবটির বাস্তবতা যাচাই করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন- ফাদার উইলিয়াম মুরমু (আহ্বায়ক), ফাদার লুইস এস. পেরেরা, ফাদার এমিল এক্কা, ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, মি. সুকলেশ জর্জ কস্তা (মৃত), মি. গুপিন হাঁসদা ও মি. দীপক এক্কা (সচিব)।

কমিটির দায়িত্ব ছিল সমগ্র এলাকায় তথ্য সংগ্রহ, সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা বিশ্লেষণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। কমিটি অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। এই কমিটির প্রথম মিটিং ২১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাস্তব তথ্য ভিত্তিক চিত্র পাওয়ার জন্য সমীক্ষা প্রয়োজন যা ডিজিটাল অ্যাপ তৈরী করে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হবে। ডিজিটাল অ্যাপ তৈরী করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় হিলারিউস মুরমু এবং ডিজিটাল অ্যাপ উন্নয়ন সাধনের জন্য সহায়তা করেন ফাদার উইলিয়াম মুরমু, মি. সুক্লেশ জর্জ কস্তা ও মি. দীপক এক্কা। প্রতিটি ধর্মপল্লী থেকে উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তিনটি ভিকারিয়াতে প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে কলমে জরিপ কাজ শিখানো হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর জরিপ কাজ আরম্ভ হয় এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ চলতে থাকে। এই জরিপ কাজ চলমান থাকা অবস্থায় চাকুরীজনিত কারণে স্থান পরিবর্তন হওয়ায় কমিটিতে কিছু পরিবর্তন আসে। মি. সুক্লেশ জর্জ কস্তার পরিবর্তে ফাদার প্রেমু টি. রোজারিওকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পরিবারভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে হাজার হাজার পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলো। তারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন করেন। তবে এই জরিপ কার্যক্রমে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

সমীক্ষার ফলাফলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ এলাকায় বিপুল সংখ্যক আদিবাসী ও অ-খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী বসবাস করেন, যাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। একইসাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান, যা নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে। বাণীপ্রচারে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য ও নতুন ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের যেন সুষ্ঠুভাবে পালকীয়, আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক যত্ন প্রদান করা যায় সেই লক্ষ্যে নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাস্তবচিত্র নির্ধারণ করার জন্য প্রায় আঠারো মাসব্যাপী জরিপ কাজ চালানো হয় এবং এই জরিপ কাজ পরিচালনা ও সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করতে সহায়তা করেন মি. দীপক এক্কা ও জ্যোতি মুরমু।

প্রস্তাবিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের খসড়া প্রতিবেদন ২৩ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে যাজকবর্গের সভায় উপস্থাপন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলিনীতে উপস্থাপন করার জন্য গৃহীত হয়। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলিনীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করে কয়েকটি সংশোধন সাপেক্ষে প্রতিবেদনটি ভাটিকানে প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি ভাটিকানে প্রেরণের কয়েক মাস পর নীতিগতভাবে গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় আরও কিছু তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করার পর প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলিনীর সকল বিশপ ও বাংলাদেশে অবস্থিত ভাটিকান অ্যাম্বাসির সেক্রেটারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ প্রস্তাবিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলো পরিদর্শন করেন। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে অবশেষে ২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা এবং নতুন বিশপ ঘোষণার মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ভৌগোলিক এলাকা ও জনগোষ্ঠী

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশভুক্ত এলাকায় মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭,৭১৪,৮৯৬ জন এবং কাথলিক বিশ্বাসীর সংখ্যা প্রায় ২৪,৪৮৫ জন। সমগ্র ধর্মপ্রদেশের আয়তন প্রায় ৭,০১৮.১১ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে এই এলাকায় মোট ১০টি ধর্মপল্লী ও ৩টি কোয়াজি ধর্মপল্লী রয়েছে, যা বিভিন্ন জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত। এখানে সাঁওতাল, উরাঁও, পাহান, মুণ্ডারী, মাহালীসহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে, যাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের বৈচিত্র এই অঞ্চলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ৯টি ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী ও তিনটি কোয়াজি ধর্মপল্লী নিয়ে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ স্থাপন করা হয়েছে। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লীগুলো হলো: বেণীদুয়ার, চাঁদপুকুর, কৃষ্ণবল্লভ, লক্ষণপুর, হাসানবেগপুর, কাটাডাঙ্গা, ভূতাহারা, লক্ষ্মীকুল, খঞ্জনপুর, পাথরঘাটা এবং কোয়াজী ধর্মপল্লীগুলো হলো- দেলুয়াবাড়ী, বেগুনবাড়ী ও বগুড়া। এছাড়াও দুটি উপকেন্দ্র নিয়ামতপুর ও মহাদেবপুর রয়েছে। পালকীয় সেবার দায়িত্বে রয়েছেন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ১১ জন, ব্রতধারী যাজক ১১ জন এবং ধর্মব্রতধারী ২০ জন। এই সীমিত জনবল ও বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার কারণে অনেক সময় সেবার গতি ও পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বিশপ ভবন ও প্রশাসনিক কেন্দ্র

জয়পুরহাটের খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর গির্জা সংলগ্ন ভবনে অস্থায়ীভাবে নতুন ধর্মপ্রদেশের কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে। ধর্মপ্রদেশীয় কেন্দ্রীয় অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে গ্রাম: খায়েরদাড়, পো: জয়পুরহাট সদর, জেলা: জয়পুরহাটে ৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মোট ১১ বিঘা ১৮ শতক জমি ক্রয় করা হয়। এই জমিতে ভবিষ্যতে বিশপ ভবন, অফিস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। এই স্থানটি যোগাযোগের দিক থেকে সুবিধাজনক এবং ধর্মপ্রদেশ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে **"মারীয়া খ্রিস্টানদের সহায়"**। যিনি বিশ্বাসীদের জন্য আশ্রয়, শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বাসীদের আরও নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করা, প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এবং যিশু খ্রিস্টের প্রেম, করুণা ও সত্যের বাণী সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক উন্নয়ন এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় এই নতুন ধর্মপ্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

গত ৫ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মনোনীত বিশপ পল গমেজের বিশপীয় অভিষেক উপলক্ষে যে পবিত্র ও ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাথলিক চার্চের জন্য এক নতুন যুগের দ্বার উন্মোচন করবে। এই আনন্দঘন উপলক্ষ কেবল একজন বিশপের অভিষেক নয়; বরং এটি দীর্ঘদিনের প্রার্থনা, বিচক্ষণ পরিকল্পনা, নিবেদিত প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় বাস্তবায়িত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার এক গৌরবময় অধ্যায়। নব অভিষিক্ত বিশপ পল গমেজের নেতৃত্বে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

(১৩ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

সংস্কারের পূর্ণতা লাভ করে থাকেন *(খ্রি:ম: ২১; খ্রি:ম:ধ:শি: ১৫৫৭)*। তাই ঐশজনগণ হিসাবে আপনাদের পালকের সাথে একাত্ম হয়ে এমন একটি বিশেষ মণ্ডলী উঠবেন যেখানে খ্রিস্টের এক, পবিত্র, সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক মণ্ডলী সত্যিকারভাবে উপস্থিত ও সক্রিয় থাকে *(খ্রিস্তুস দমিনুস, ১১)*। নতুন ধর্মপ্রদেশটি বিশ্বজনীন মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন মণ্ডলী এই স্থানে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে।

মহান ঈশ্বর আপনার মধ্য দিয়ে যে শুভ কাজের সূচনা করেছেন, ঈশ্বর জননী ও খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতা পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়ার সহায়তা ও অনুনয় প্রার্থনায় তা পূর্ণতা লাভ করুক, এই অনুগ্রহ আজকে আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি। আশীর্বাদিত হোন আপনি ও আপনার ধর্মপ্রদেশ।

ঐক্য সেবা সমৃদ্ধি

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

Bonpara Christian Co-operative Credit Union Ltd.

বনপাড়া পৌরসভা, ডাকঘর: হারোয়া, জেলা: নাটোর।

রেজি. নং- বড়াই ১/১৯৮৫ সংশোধিত ০৩/০৯,০৬/১১

Phone & E-mail: 01718840505, bonpara.credit@gmail.com

স্মারক নং- বিসিসিসিইউ ১৭৫/২০২৬ তারিখ: ০৩/০৬/২০২৬ খ্রি:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর প্রধান কার্যালয়ে জুনিয়র অফিসার (কালেক্টর) ২ (দুই) জন, আয়া-কাম-ক্লিনার (০১) এক জন (মহিলা) পদে শর্তানুযায়ী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আগামী ২০/০৬/২০২৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

বিস্তারিত জানার জন্য বনপাড়া ক্রেডিট ফেসবুক পেজ এবং সরাসরি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে বলা হলো।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(শান্ত পালমা)
জেনারেল সেক্রেটারী
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
বনপাড়া পৌরসভা, হারোয়া, নাটোর।
মোবাইল: ০১৭১৮-৮৪০৫০৫

বিজ্ঞ/১২৫/২৬

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ: একটি ঐতিহাসিক যাত্রার উত্তরণ

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

অবতরণিকা

বাংলার ব-দ্বীপে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে খ্রিস্টধর্মের পরিচিতি। প্রেরিত শিষ্য সাধু-টমাস ও সাধু বার্থলোমেয়োর আগমন, বাণী প্রচার ও ধর্মশহীদ মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ভারত উপমহাদেশে খ্রিস্টের বাণীবীজ রোপিত হয়েছিল প্রায় দু'হাজার বছর আগে। বন-অরণ্য, নদী-নালা-সমুদ্র, সমতল, পাহাড়-পর্বত ও বৈচিত্র জনগোষ্ঠী ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে বৈরী বাস্তবতা পেরিয়ে দেশী-বিদেশী বাণী প্রচারক, ধর্মযাজক, সন্ন্যাসী-মিশনারী ও ধর্মব্রতীদের আগমন, জীবন দৃষ্টান্ত ও বাণী প্রচারের ফলে ভারত উপমহাদেশে শত-সহস্র ধর্মপ্রদেশ গড়ে উঠেছে। সময়ের ধারাপাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মিশনারীগণ ঐশবাণী প্রচারের মহান ব্রতে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসেছেন। বাণীপ্রচারের জন্য মিশনারীগণ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাতে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আসতে শুরু করে।

২০ মে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দ্যা-গামা (১৪৬৯-১৫২৪) দক্ষিণ ভারতের কালিঘাট বন্দরে আগমনের মধ্য দিয়ে মিশনারীদের বাণীপ্রচারের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে গোয়া ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন পোপ ৩য় পল। গোয়া হলো বিশাল ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মপ্রদেশ। গোয়া ধর্মপ্রদেশ পরবর্তীতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় মিশনারীদের প্রেরণ করে। বাণীপ্রচারের অগ্রগতির ফলে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, কোলকাতা ও কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন পোপ ত্রয়োদশ লিও (১৮৭৮-১৯০৩)। এরপর কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের ইতালিয়ান পিমে মিশনারীগণ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে বাণীপ্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সময়ের সাথে সাথে সালেসিয়ান (১৯২৮-১৯৫২) ও জাভেরিয়ান মিশনারীগণ বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বাণীপ্রচার, ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামের দিয়াংএ প্রথম খ্রিস্টজনবসতি তথা দীক্ষাস্নান প্রদান করা হয়। সময়ের ধারা বিবরণীতে পরবর্তীতে বাংলায় এসেছে ইউরোপ-আমেরিকার মিশনারী ও ধর্মব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারগণ। তাদের প্রচার ও দীক্ষারগুণে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ৮টি ধর্মপ্রদেশ গড়ে উঠেছে। ধর্মপ্রদেশগুলো হলো- ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ (১৮৮৬), চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ (১৯২৭), দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ (১৯২৭), খুলনা ধর্মপ্রদেশ (১৯৫২), ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ (১৯৮৭) রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ (১৯৯০), সিলেট ধর্মপ্রদেশ (২০১১), বরিশাল ধর্মপ্রদেশ (২০১৫)।

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও ২৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে 'মা-মারীয়ার দূত সংবাদ পর্বে' সর্বশেষ বা কনিষ্ঠ 'জয়পুরহাট' ধর্মপ্রদেশের নাম ঘোষণা দিয়েছেন। এ ধর্মপ্রদেশের নতুন মনোনীত বিশপ হলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মথুরাপুর ধর্মপল্লীর খড়বাড়িয়া গ্রামের সন্তান ফাদার পল গমেজ।

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লী পরিচিতি

জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ তিনটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত: জয়পুরহাট, নওগাঁ ও বগুড়া। ধর্মপ্রদেশে মোট ১০টি ধর্মপল্লী রয়েছে। বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীকে মাতৃধর্মপল্লী বলা যায় কেননা এই ধর্মপল্লী থেকেই চাঁদপুকুর, কৃষ্ণবল্লভ, লক্ষ্মিকুল, খঞ্জনপুর ও বেগুনবাড়ী ধর্মপল্লী গঠিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধর্মপল্লীগুলোর পরিচিতি দেওয়া হলো।

বেণীদুয়ার-যীশু হৃদয় ধর্মপল্লী

বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর বেগুনবাড়ী গ্রামটি উত্তর জনপদের আদি প্রচারকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কা পিমে, বেগুনবাড়ী পরিদর্শন ও পালকীয় কাজ করতে এসে আশেপাশের গ্রামে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং বিরামপুরের ধানজুরীতে বাণীপ্রচার ও দীক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাদার রক্কাই একমাত্র মিশনারী হিসাবে এই অঞ্চলে বাণীপ্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে বেগুনবাড়ীতে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ হতে মুণ্ডাদের মধ্যে একটি খ্রিস্টসমাজ গড়ে উঠেছিল। ধারাবাহিকভাবে বেণীদুয়ার (১৯০৬), চকযদু (১৯০৯), সুলপী (১৯১১), জিয়লমারী (১৯১১), কল্যাণপুর (১৯১৪), মাতেন্দর (১৯১৫), সাইতর (১৯১৫), গয়ারপুর ও বাকরইলে (১৯২০) দীক্ষাপ্রদান করেন পিমে মিশনারীগণ।

উল্লেখ্য যে, বেণীদুয়ারই একমাত্র সাঁন্তাল গ্রাম, অন্যান্য গ্রামগুলো মাহালী আদিবাসী অধ্যুষিত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের বিশপ তাভেজ্জা বেণীদুয়ারকে ধর্মপল্লীতে উন্নীত করেন। ফাদার স্তেফান মনফ্রিনিকে বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ধর্মপল্লীটি যীশুর পবিত্র হৃদয়ে'র নিকট উৎসর্গকৃত। এটাই বৃহত্তর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম ধর্মপল্লী। ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কা পুরাতন মিশনারী হিসাবে প্রথমে বেণীদুয়ার এবং ধানজুরীতে পালকীয় কাজ করেছেন এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মারগুত্তির তত্ত্বাবধানে বেণীদুয়ারের বর্তমান পাকা গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। ফাদার রক্কা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পিমে সম্প্রদায়ের বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ইতালী যান এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বেণীদুয়ারে ফিরে আসেন। অনেক উৎসাহ নিয়ে পালকীয় কাজে মনোনিবেশ করেন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে বেণীদুয়ার গির্জাঘরে সমাধিস্থ করা হয়।

বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে শান্তিরাণী সিস্টারগণ আগমন করেন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। তারা বোর্ডিং, ডিসপেন্সারী ও পালকীয় কাজে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মপল্লীর অধীনস্ত অঙ্গ-সংগঠনগুলো হলো: ক্রেডিট ইউনিয়ন, শিশুমঙ্গল, ওয়াইসিএস, মা মারীয়ার সংঘ ও যুব সংঘ। মাতৃধর্মপল্লী বেণীদুয়ার হতে পরবর্তীতে চাঁদপুকুর (১৯৮১), লক্ষ্মীকুল (২০১২), খঞ্জনপুর (২০১৮), কৃষ্ণবল্লব (২০১৮) ও বেগুনবাড়ী (২০২৪) ধর্মপল্লী হয়।

লক্ষ্মীকুল- সাধু ডন বস্কো ধর্মপল্লী

উঁরাও অধ্যুষিত লক্ষ্মীকুল গ্রামে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দীক্ষা দেন বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি (বর্তমানে কার্ডিনাল)। লক্ষ্মীকুল গ্রামের কয়েকজন উঁরাও ছেলে বলদিপুকুর বোর্ডিংয়ে পড়াশোনা করার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে জ্ঞাত হন। তাদের মধ্যে বিপেন্দ্র সুবল ও সুধীর প্রধান। পরবর্তীতে, কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর সাথে দীক্ষাগ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেন। ফাদার হারুন হেম্ব্রম বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ছিলেন ১৯৮৮-১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি লক্ষ্মীকুলে দীক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং বলদিপুকুর থেকে কাটেখিস্ট আলবেরিকুশকে লক্ষ্মীকুলে নিয়ে আসেন। এছাড়া বলদিপুকুর ধর্মপল্লীর দু'জন মহিলা কাটেখিস্টও লক্ষ্মীকুলে ধর্মশিক্ষাদানে সহায়তা দেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারদের থাকার জন্য টিনশেড ঘর তৈরি করা হয়। বেণীদুয়ার

ধর্মপল্লীর ফাদারগণ ২০০৭ খি. পর্যন্ত লক্ষ্মীকুলে পালকীয় সেবা দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফাদার রুবেন দারিয়ো (কলম্বিয়ান) এবং ফাদার দানিয়েল মুর্মু পালকীয় কাজের জন্য স্থায়ীভাবে থেকেছেন।

লক্ষ্মীকুল ধর্মপল্লীকে সালেসিয়ান ফাদারদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বিশপ জের্ভাস লক্ষ্মীকুল সেন্টারকে সাধু ডন বস্কো নামে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ফাদার এমিল এ ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ২৫ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সালেসিয়ান সিস্টারগণ লক্ষ্মীকুলে পালকীয় কাজে জন্য আগমন করেন এবং ডিসপেন্সারী, স্কুল ও পালকীয় কাজে সহায়তা দেন। ফাতেমা কনভেন্টে মেয়েদের একটি বোর্ডিংও রয়েছে। ২০১৫ ডন বস্কো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের এসোসিয়েশন, সেবক দল, ওয়াইসিএস, পবিত্র শিশুমঙ্গল দল, ডন বস্কো অরাটোরী, মারীয়া সেনা সংঘ, ডন বস্কো ইউথ গ্রুপ, ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং ১৫টি গ্রাম রয়েছে।

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর যাত্রা

খঞ্জনপুর এলাকায় খ্রিস্টানদের পরিচিতি বহু পুরানো। 'চার্চেস অব গড' এর খঞ্জনপুর মিশন হাসপাতাল ও স্কুলের জন্য খ্রিস্টানদের পরিচিতি রয়েছে। তবে খঞ্জনপুরে কাথলিক খ্রিস্টানদের পরিচিতি এসেছে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। খঞ্জনপুরে মাহালীদের সাথে জিয়লমারী ও সাইতরের মাহালী খ্রিস্টানদের মধ্যে বিয়ে-সাদীর কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এছাড়াও খঞ্জনপুর এলাকায় 'ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ' এর কর্মীগণ বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ১৯৯৮-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর তৎকালীন সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা, জাখারিয়া ডুমরী, স্বপন দাস, যোসেফ দাওয়াসহ আরো কয়েকজনের বাসায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

পরবর্তীতে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন সময় থেকে ফাদার সুবাস ডি'কস্তা (১৯৬০-২০১০) খঞ্জনপুরে নিয়মিতভাবে পালকীয় যত্নের জন্য আসা-যাওয়া করতে থাকেন। খঞ্জনপুরের 'ওয়াল্ড ভিশন' কর্মী ও আঞ্জেলুস হেম্ব্রম (নগেন) যিনি সাইতল থেকে খঞ্জনপুরে বসতি গড়ে তুলেন; তারা বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত লুইজি স্কুকাতো, ফাদার পল ডি. রোজারিও'র সাথে খঞ্জনপুরে জমি ক্রয় করে গির্জা নির্মাণের জন্য কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা করেন। দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফাদার সুবাস কস্তার তত্ত্বাবধানে মি. রতন সাহেবের কাছ থেকে ৫২ শতক জমি বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর নামে ক্রয় করা হয়। এই জমিতে প্রথমত 'ওয়াল্ড ভিশনে'র সহায়তায় একটি মিলনায়তন তৈরি করা হয় যা সভা সেমিনার ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পরবর্তীতে সালেসিয়ান ফাদার পল কচিত্তলেক, এসডিবিকে খঞ্জনপুরে পালকীয় কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পোলিশ ফাদার পল পোল্যাণ্ডের দাতা সংস্থা 'এমডব্লিউএস' এর আর্থিক সহযোগীতা ও পরামর্শে মা-কনস্ট্রাকশনের তত্ত্বাবধানে মি. অমল ধর গির্জা নির্মাণ করেন। ফাদার পল পালকীয় কাজের জন্য গির্জা সংলগ্ন বাসকক্ষে অবস্থান করে পালকীয় কাজ করতে থাকেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী খঞ্জনপুর উপধর্মপল্লীকে "মারীয়া আমাদের সহায়" নামে উৎসর্গ করা হয় এবং বিশপ জের্ভাস রোজারিও খঞ্জনপুরকে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী হিসাবে ঘোষণা দেন।

খঞ্জনপুর ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিত ফাদার পল কচিত্তলেক এসডিবি পরবর্তীতে গির্জা চত্বরের পশ্চিমদিকে জমি ক্রয় করে আবাসিক ও প্রার্থীদের গঠনগৃহ নির্মাণ করেন। বর্তমানে ফাদার যোসেফ ফাম ও ফাদার যোস পামপিডিলি ধর্মপল্লী ও গঠনগৃহের দায়িত্বে রয়েছেন।

বেগুনবাড়ী- সাধু গাব্রিয়েলের উপ-ধর্মপল্লী

বৃহত্তর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বেগুনবাড়ী গ্রামেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী উত্তরবঙ্গের বাণীপ্রচারের অগ্রনায়ক ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কা, পিমে (বেণীদুয়ারে মৃত্যু ও সমাধি ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯) গাব্রিয়েল তপ্নের ছেলেমেয়েদের দীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে বাণীপ্রচারের কাজ শুরু করেন। শতবর্ষের বেশী সময় ধরে বেগুনবাড়ী বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর (১৯১১) একটি গ্রাম হিসেবেই পরিচিত ছিল। বেগুনবাড়ীতে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের নামে পর্ব উদ্‌যাপনের সূচনা করেন ফাদার পল ডি. রোজারিও (১৯৫১-২০২০)। বেগুনবাড়ীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে নানা প্রতিকূলতার কারণে স্কুলটির তত উন্নতি সাধিত হয় নি।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র উদ্যোগে বেগুনবাড়ীকে ১১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে উপধর্মপল্লী ঘোষণা করা হয়। প্রথম পাল পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন ফাদার হেনরী পালমা। বেগুনবাড়ীর পুরাতন গির্জাকে ফাদার বাসভবনে রূপান্তরিত এবং গির্জা নির্মাণ করা হয়। ৭টি গ্রাম নিয়ে বেগুনবাড়ী ধর্মপল্লীর পালকীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল, মারীয়া সংঘ ও ওয়াইসিএস অঙ্গ-সংগঠন রয়েছে।

চাঁদপুকুর- শান্তিরাজ খ্রিস্ট ধর্মপল্লী

বেণীদুয়ার ধর্মপল্লী থেকে চাঁদপুকুর এলাকায় বাণী প্রচারের কাজ শুরু হয়। ফাদার যোসেফ কাভাঞা, পিমে, কাটেখিস্ট পৃথি মারাণ্ডীকে নিয়ে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চাঁদপুকুর গ্রাম পরিদর্শনের জন্য আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রামের লোকেরা ধর্মপ্রচার তো দূরের কথা তারা তাদেরকে থাকার জায়গা পর্যন্ত দেয়নি। জমিজমার সমস্যার কারণে বেশ কিছু লোক চাঁদপুকুর থেকে বেণীদুয়ারে যায় পরামর্শ ও সহায়তা পাবার আশায়। ফাদার যোসেফ কাভাঞা যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেন এই মানুষদের নিকট এবং মুসলমানদের নিকট থেকে জমিজমা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করেন। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুকুর ও মালপুকুরে ফাদার যোসেফ কাভাঞা দীক্ষাস্নান প্রদান করেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার পাওলো চিচেরী চাঁদপুকুরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার সময়ই চাঁদপুকুরকে "শান্তিরাজ খ্রিস্ট" ধর্মপল্লী হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। ফাদার এমিলিও স্পিনেলী ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পালকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন; যাকে চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বলা যেতে পারে।

শান্তিরাণী সিস্টারগণ ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজে সহায়তার জন্য আগমন করেন। তারা স্কুল, বোর্ডিং, ডিসপেন্সারী ও ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজে সহায়তা দিয়ে থাকেন। এ ধর্মপল্লীর অধীনে রয়েছে ক্রেডিট ইউনিয়ন, ওয়াইসিএস, মারীয়া সংঘ, শিশুমঙ্গল, এসভিপিসহ আরও অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠন।

লক্ষ্মণপুর- সাধু ইউজিন ডি. মাজেন্ড ধর্মপল্লী

উঁরাও অধ্যুষিত লক্ষ্মণপুর ধর্মপল্লীটি চাঁদপুকুর ধর্মপল্লী থেকে আলাদা করা হয়েছে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ১৭ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এটিকে ধর্মপল্লী হিসেবে ঘোষণা দেন এবং উদ্বোধন করেন। এ ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব নেন ফাদার সুবাস ডি'কস্তা ওএমআই এবং সহকারী হিসেবে ফাদার প্লাবন মানুয়েল রোজারিও, ওএমআই। ১৫টি গ্রাম নিয়ে এ ধর্মপল্লীটি গঠিত এবং শিশুমঙ্গল, মারীয়া সংঘ এ ধর্মপল্লীর অঙ্গ-সংগঠন।

হাসেনবেগপুর- পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লী

পত্নীতলা উপজেলার হাসেনবেগপুরে ধর্মপল্লী স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফাদার সুবল কুজুর সিএসসি, ২০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীতে আগমন করেন। হাসেনবেগপুর ধর্মপল্লীটি চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীরই একটি অংশ,

যেখানে ১৮টি গ্রাম রয়েছে। প্রথম অবস্থায় চাঁদপুকুর ধর্মপল্লী থেকে ফাদার সুবল কুজুর, সিএসসি পালকীয় কাজ তদারকি করতেন। ২৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ জের্ভাস রোজারিও টিনসেড বাড়িটি উদ্বোধন করেন এবং কোয়াজি ধর্মপল্লী হিসেবে ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে যাজকভবন ও পবিত্র ক্রুশ গির্জাটি আর্শিবাদ ও উদ্বোধন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন এস. রাণ্ডাল। ধর্মপল্লীতে বর্তমানে শিশুমঙ্গল, মারীয়ার সংঘ ও যুব সংঘ নিয়ে পালকীয় কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষ্ণবল্লভ- শোকান্বিতা মা মারীয়ার ধর্মপল্লী

২৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশপ জের্ভাস রোজারিও 'শোকান্বিতা মা মারীয়ার' নামে উৎসর্গীকৃত ধর্মপল্লীটির ঘোষণা দেন। ফাদার পাত্রাস হাঁসদা কৃষ্ণবল্লভ উপকেন্দ্রে আগমন করেন ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ২০১৮-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পালকীয় সেবা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফাদার মাইকেল হাঁসদা পালকীয় সেবাকাজে নিয়োজিত হয়েছেন। ধর্মপল্লীটির অধীনস্ত অঙ্গ-সংগঠনগুলো হলো- পবিত্র শিশুমঙ্গল, মা মারীয়ার সংঘ, যুব-সংঘ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে ৩৫টি গ্রাম নিয়ে এ ধর্মপল্লীটি গঠিত এবং চাঁদপুকুর ও বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর গ্রাম নিয়েই কৃষ্ণবল্লভ ধর্মপল্লী।

দেলুয়াবাড়ী- সাধু টমাস আকুইনাসের উপ-ধর্মপল্লী

রাজশাহী কাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার পাওলো চিচেরি পিমে (১৯৪২-২০২২) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেলুয়াবাড়ীতে একটি সেন্টার করার জন্য জমি ক্রয় করা হয়। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার নির্মল কস্তা (১৯৬০-২০১৫) স্থায়ীভাবে দেলুয়াবাড়ীতে অবস্থান করেন। পরে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণই পালকীয় কাজে নিয়োজিত থাকেন। সাতটি গ্রাম নিয়ে দেলুয়াবাড়ি ধর্মপল্লীর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্রেডিট ইউনিয়ন, শিশুমঙ্গল ও মারীয় সংঘ এ ধর্মপল্লীর অঙ্গ-সংগঠন।

ভূতাহারা- শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী

রহনপুর সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীটি বিশাল বিস্তৃর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত ছিলো। এই ধর্মপল্লী থেকে পরবর্তীতে ভূতাহারা ধর্মপল্লী গঠিত হয়। এ ধর্মপল্লী ভূতাহারা ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন ফাদার এমেলিও স্পিনেল্লী। ধর্মপল্লীর জন্য জমিক্রয় ও পুকুর, বোর্ডিং নির্মাণ করেন। ১ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভূতাহারাকে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী হিসেবে ঘোষনা দেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং এ ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিতের দায়িত্ব নেন ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা।

এ ধর্মপল্লীতে শান্তিরাণী সিস্টারগণ ৩০ এপ্রিল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পালকীয় কাজে সহায়তার জন্য আগমন করেন। বর্তমানে ৪০টি গ্রামে পাকা-সেমিপাকা গির্জা রয়েছে। এছাড়া আরও ১৫টি গ্রাম রয়েছে যেখানে এখনও গির্জাঘর নেই। ক্যাটিকুমেন গ্রামের সংখ্যা ১৫টি। ধর্মপল্লীর অধীনে রয়েছে ক্রেডিট ইউনিয়ন, মারীয়া সংঘ, যোসেফ সংঘসহ আরও অনেক অঙ্গ-সংগঠন।

কাটাডাঙ্গা- সাধু পৌলের ধর্মপল্লী

কাটাডাঙ্গা বা বন্ধুপাড়া উপধর্মপল্লীটিকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপল্লী হিসেবে উন্নীত করা হয়। এরপর কাটাডাঙ্গা ধর্মপল্লীর দায়িত্ব অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারদের নিকট প্রদান করা হয়। ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠাতা পাল পুরোহিত ছিলেন ফাদার হেনরী রিবেরু এবং তিনি প্রশংসার সাথে সব ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করেছেন। সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ ধর্মপল্লীতে স্কুল বোর্ডিং ও পালকীয় সেবাকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ১৮০০ জন, গির্জাঘর ৫টি এবং খ্রিস্টান গ্রামের সংখ্যা মোট ২৭টি। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সেবকদল, পবিত্র শিশুমঙ্গল দল, ওয়াইসিএস, মারীয়া সংঘ, প্রভাত তারা, যুব সংঘ, সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পৌল সোসাইটি, আন্না-যোয়াকিম সংঘ, ক্রেডিট ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি।

পাথরঘাটা- সাধু পিতর ও পৌলের ধর্মপল্লী

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাথরঘাটা ধর্মপল্লীটি মারিয়ামপুর ধর্মপল্লী হতে আলাদা করে 'সাধু পিতর ও পৌলের' নামে ধর্মপল্লী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফাদার পি. ভেনসেত্তি, পিমে, এই ধর্মপল্লীর প্রথম পাল পুরোহিত এবং ৩টি গ্রাম কাশিয়াডাঙ্গা, বেলপুকুর ও পাথরঘাটা নিয়ে ধর্মপল্লীর যাত্রা শুরু হয়। তিনি প্রথম গির্জা নির্মাণসহ অন্যান্য পালকীয় কাজের শুভ সূচনা করেন। ধর্মপল্লীর অঙ্গ-সংগঠনগুলো হলো: ছেলে-মেয়েদের বোর্ডিং, সাধু পৌলের জুনিয়র হাই স্কুল, ক্রেডিট ইউনিয়ন, ওয়াইসিএস, শিশুমঙ্গল, সাধ্বী মনিকা সংঘ ইত্যাদি। ধর্মপল্লীটি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বগুড়া- সাব-সেন্টার

উত্তরবঙ্গের শিল্পনগরী বগুড়া শহরে একটি সেন্টার নির্মাণের স্বপ্ন ছিল ফাদার লিমান পিমে'র। সেই স্বপ্ন পূরণ হতে বহু বছর লেগেছিল। ফাদার আক্কিলে বুচ্চা পিমে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া শহরে জলেশ্বরীতলায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন এবং গৃহটির নাম দেন এম্মাউস অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গৃহ (House of Spirituality)। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পিমে ফাদারগণ বগুড়ার মালতিনগরে ২৭ শতক জমির উপর দুটি বিল্ডিং ক্রয় করেন এবং তা সংস্কার করে বগুড়া শহরে পালকীয় কাজ পরিচালনা করেন। এই গৃহটি পিমে সম্প্রদায়ের হোস্টেল হিসাবে বহুদিন ব্যবহৃত হয় এবং বেশ কয়েকজন পিমে যাজকপ্রার্থীও হয়েছে।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে এই কেন্দ্রটি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। এ কেন্দ্রের স্থায়ী খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা খুবই কম, কিছু সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ এ শহরে বসবাস করেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন ও খ্রিস্টভক্তদের জন্য কবরস্থান রয়েছে।

ইতিহাসের দর্পণে বেণীদুয়ারের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লী কতগুলো ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ ধর্মপল্লী থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাজক, ব্রতধারী ও ব্রাদার উৎসর্গকৃত জীবনে সাড়া দিয়েছেন। এ অঞ্চলে বাণীপ্রচারে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিগণ হলেন:

ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কা পিমে

ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কাকে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে বাণীপ্রচারকদের অগ্রপথিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ১৯০২-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পালকীয় সেবা-দায়িত্ব পালন করেন। ফাদার রক্কা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পিমে সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইতালীতে ফিরে যান এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে ফিরে আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগ্নস্বাস্থের কারণে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে গির্জাঘরের মধ্যে সমাহিত করা হয় এবং সেই স্মৃতিফলক আজও বিদ্যমান।

ফাদার লুকাস মারাণ্ডী

বেণীদুয়ার গ্রামে ৪ আগষ্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার লুকাস মারাণ্ডীর জন্ম। উত্তরবঙ্গের প্রথম অভিষিক্ত যাজক যিনি ভারতে পড়াশোনার পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে বিশপ যোসেফ ওবেট, পিমে কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল পাকসেনাদের হাতে তিনি নির্যাতিত ও গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান এবং ভারতের ইসলামপুরে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্মরণে রুহিয়া ও বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে স্মারক কবর রয়েছে।

বেণীদুয়ারে ফ্রান্সিসকান ব্রাদারদের পালকীয় কাজ

ফাদার পিনোস তাঁর বই 'উত্তর বঙ্গে কাথলিক মণ্ডলীর সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ' এ উল্লেখ করেন যে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই যাজনক্ষেত্র ফ্রান্সিসকান ব্রাদারদের আগমনে বেশ সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিল। এই ব্রাদারগণ জার্মানী থেকে এসেছিলেন। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ প্রায় অধিকাংশই জার্মান বংশোদ্ভূত। এছাড়াও তাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রাদার ছিলেন। তাদের সম্প্রদায়ে কোন পুরোহিত ছিলেন না। এই জন্য তাদের কাজ ছিল পিমে ফাদারদের সাহায্যকারীরূপে কাজ করা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানী জাতীয়তার জন্য তাদেরকে বন্দী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের মিশনারী কাজ-কর্মে আবার ফিরে আসেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন কারণে তারা যাজন ক্ষেত্র থেকে চলে যান।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অগ্রনায়কঃ গাব্রিয়েল তপ্ন

গাব্রিয়েল একজন অতি সাধারণ দীক্ষিত খ্রিস্টবিশ্বাসী। জীবন জীবিকার তাগিদে তিনি ভারতের ছোট নাগপুর থেকে পরিবারসহ বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বেগুনবাড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। নৃ-গোষ্ঠীর দিক থেকে গাব্রিয়েল তপ্ন একজন মুণ্ডারী আদিবাসী। তিনি তার কয়েকজন সঙ্গীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীননাথ পিটার একজন দীক্ষিত লোক ছিলেন যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুণ্ডারী সম্প্রদায়ের লোকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। গাব্রিয়েল তপ্ন শারীরিকভাবে কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তার নিকট কুষ্ঠরোগটি গৌণ বিষয় ছিলো।

ফাদার লুইজি পিনোস, পিমে গাব্রিয়েল তপ্নের বিষয়ে উল্লেখ করেন, "গাব্রিয়েল বাবুর মনটাকে যেটা অতিষ্ট করে তুলেছিলো, সেটা তার কুষ্ঠরোগ নয়, বরং একজন পুরোহিতকে আশে-পাশে পাওয়ার আকাঙ্খা। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি তাঁর ধার্মিকতা নিয়ে বাঁচতে পারবেন না। তাই তিনি তার পূর্বের ধর্মপল্লী ছোট নাগপুরের ফাদারদের কাছে এই অনুরোধ জানিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন যেন তারা এসে পাপস্বীকার শ্রবণ করেন এবং ছেলে-মেয়েদের দীক্ষাস্নাত করেন" (উত্তরবঙ্গে কাথলিক মণ্ডলীর শুভ সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, পৃষ্ঠা ৫)। ছোট নাগপুর থেকে ফাদার গাব্রিয়েল তপ্নকে ধারে-কাছের কোন মিশন বা পূর্ণিয়া মিশনে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। কষ্ট সহিষ্ণু ও দৃঢ় চিত্তের গাব্রিয়েল তপ্ন পরামর্শ অনুযায়ী পায়ে হেঁটে পূর্ণিয়া মিশনে উপস্থিত হন এবং ফাদারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার এল, একেয়ার্ট ধৈর্য সহকারে গাব্রিয়েল তপ্নের বাস্তবতার বিবরণ শ্রবণ করেন এবং একটি চিঠি দিয়ে কৃষ্ণনগর পিমে ফাদারদের নিকট প্রেরণ করেন।

কৃষ্ণনগরের ফাদার গাব্রিয়েল তপ্নের চিঠিটি প্রেরণ করেন পূর্ববঙ্গে অবস্থানরত ফাদার ফ্রান্সিসকো রক্কার (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) কাছে। ফাদার রক্কা এই সময় কুষ্টিয়া জেলার পাকুরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। অনেক অপেক্ষা ও তপস্যার পর ফাদর রক্কা গাব্রিয়েল তপ্ন'র বাড়ী বেগুনবাড়ীতে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন, পাপস্বীকার শুনেন এবং ৩ মে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ছেলে-মেয়েদের দীক্ষা দেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের এটি প্রথম দীক্ষা এবং পরবর্তী আট বছরের মধ্যে বেগুনবাড়ীতে মুণ্ডা ও চকযদু গ্রামের মাহালী এবং বেণীদুয়ার গ্রামে সাঁওতালগণ দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এক নজরে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ

- ল্যাতিন নাম Joypurhatina. ঘোষণা- ২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম বিশপ- বিশপ পল গমেজ।
- ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকা: "মারীয়া আমাদের সহায়" (Mary Our Help)
- মোট জনসংখ্যা- ৭৭,১৪,৮৯৬। মোট কাথলিক খ্রিস্টান- ২৪,৪৮৫।
- ধর্মপল্লী- ১০টি (বেণীদুয়ার, চাঁদপুকুর, লক্ষ্মণপুর, হাসেনবেগপুর, কৃষ্ণবল্লভ, খঞ্জনপুর, লক্ষ্মীকুল, ভূতাহারা, কাটাডাঙ্গা/ বন্ধুপাড়া ও পাথরঘাটা), উপধর্মপল্লী ৩টি (বেগুনবাড়ী, দেলুয়াবাড়ী ও বগুড়া)।
- ধর্মপ্রদেশীয় যাজক- ১১ জন, সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক ১১ জন, ব্রতধারী ২০ জন। যাজক সম্প্রদায়- ধর্মপ্রদেশীয়, সালেসিয়ান, পবিত্র ক্রুশ, জেজুইট ও অবলেট। ব্রতধারী সিস্টার সম্প্রদায়- শান্তিরাণী ও সালেসিয়ান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৪ টি, ডিসপেন্সারী- ৩টি।

শেষ কথা

প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে বৃহত্তর দিনাজপুর (১৯২৭-২০২৬) হতে পৃথক হয়ে দ্বিতীয় ধর্মপ্রদেশ 'জয়পুরহাট' গঠিত হলো। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, জয়পুরহাটে মাথা গোজার জন্য পিমে মিশনারীদের একটি বাড়ি নির্মাণের স্বপ্ন বা পরিকল্পনা ছিল। অন্যদিকে খঞ্জনপুর গ্রামে হারানো মেষের দল মাহালী খ্রিস্টানদের খুঁজে পাওয়ার পর গড়ে উঠে খঞ্জনপুর 'মারীয়া আমাদের সহায়' ধর্মপল্লী (২০১৮), যা বর্তমানে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের অস্থায়ী 'কাথিড্রাল' হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। সদা প্রভুর কি অকৃত্রিম মহিমা, "যারা এখন রয়েছে সবার আগে, তাদের অনেকেই সেদিন যাবে সবার শেষে; আর যারা এখন রয়েছে সবার শেষে, তাদের অনেকেই আসবে সবার আগে" (মথি ১৯:৩০)।

পিমে মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফসল হলো উত্তরাঞ্চলের তিনটি ধর্মপ্রদেশ দিনাজপুর (১৯২৭), রাজশাহী (১৯৯০) এবং জয়পুরহাট (২০২৬)। এ যেন একই বৃত্তে প্রস্ফুটিত তিনটি ফুল। যা মঙ্গলবাণী শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে "স্বর্গরাজ্য যেন একটি সর্ষে বীজেরই মতো; একজন লোক তা নিয়ে বুনে দিল নিজের জমিতে। এখন সর্ষে বীজ... পাখিরাও তখন তার শাখায় এসে বসে" *(মথি ১৩: ৩১-৩২)*। পিমে মিশনারীদের বাণীপ্রচারই হলো উত্তরাঞ্চলের বিশাল মহিরুহ যে বৃক্ষ ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে হাজার হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত। পিমে মিশনারী ও স্থানীয় মণ্ডলীর সকল বাণীপ্রচারকের ত্যাগ ও কষ্টের ফসল হলো "জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ"। তাই জয়ের আনন্দে পরিপূর্ণ হোক প্রতিজন খ্রিস্টভক্তের হৃদয়-মন-আত্মা। 'তোমার রাজ্য আসুক প্রভু'।

সহায়কগ্রন্থ

- ফাদার লুইজি পিনোস, পিমে, উত্তর বঙ্গে কাথলিক মণ্ডলীর সূচনা ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, পিমে ফাদারগণ, ১৯৯৬, ঢাকা।
- ফাদার দিলীপ এস. কস্তা, বাণী প্রচারের শত মঞ্জুরীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ বিশপীয় অভিষেক স্মরণিকা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ২২ মার্চ ২০০৭
- রজত জয়ন্তী (১৯৯০-২০১৫) স্মরণিকা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
- স্মরণিকা, নব-নির্মিত গির্জা ও যাজক ভবন আশীর্বাদ এবং শুভ উদ্বোধন, পবিত্র ক্রুশ গির্জা, হাসেনবেগপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬।
- যীশুর পবিত্র হৃদয় গীর্জা, ১০০ স্মরণিকা, যীশুর পবিত্র হৃদয় গীর্জা বেনীদুয়ার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫।
- "মারীয়া আমাদের সহায়" গীর্জাঘরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা, খঞ্জনপুর সেন্টার, লক্ষীকোল ধর্মপল্লী, ২৪ মে, ২০১৪।
- The Catholic Directory of Bangladesh, 2023, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩।

বিশেষ প্রতিবেদন

নবগঠিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে ঐতিহাসিক বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক: ৫ জুন, নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার হরিতকীডাঙ্গা থেকে বেনীদুয়ার মিশনের সরু রাস্তাটি যেন হয়ে উঠেছিল দেশের অন্যতম একটি ব্যস্ত রাস্তা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, ইজিবাইক, মোটরচালিত স্থানীয় পরিবহন, মোটরসাইকেল ও পায়ে হেঁটে দলে দলে মানুষ জড়ো হচ্ছে বেনীদুয়ার মিশন প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য একটাই। নবঘোষিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

মো: আব্দুল করিম, বেনীদুয়ার মিশন পাড়া সংলগ্ন স্থানীয় এক অধিবাসী বেনীদুয়ারে এতো মানুষের আগমনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আমার ৬৫ বছর বয়সে এ এলাকায় এতো মানুষের সমাবেশ আমি দেখিনি। অনেক দূর থেকে কতো মানুষ এসেছে। এতো মানুষ ও সাজ সাজ ভাব দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছে। মো: আব্দুল করিমের মতো মনে হয় বেনীদুয়ার ও তৎসংলগ্ন ধর্মপল্লীগুলোতে আনন্দ-হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল এই বিশপীয় অভিষেককে ঘিরে।

৫ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশপ পল গমেজের বিশপীয় অভিষেকের জন্য বেনীদুয়ার মিশনের সামনের সজ্জিত সুবিশাল মাঠ কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সকাল ৯টার মধ্যেই। সময়ের সাথে সাথে প্যাণ্ডেলের চারিপাশে মানবপ্রাচীর গড়ে ওঠে অভিষেক অনুষ্ঠানে আসা মানুষের ভিড়ে। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক খ্রিস্টভক্ত সেই অভিষেক খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, নাটোর ও নওগাঁ জেলার সংরক্ষিত নারী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আন্না মিনজসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারগণ।

বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর প্রাঙ্গণ ৫ জুন সকাল সকালই ধর্মীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় মেতে উঠে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে এই বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অভিষেককারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সহ-অভিষেককারী হিসেবে ছিলেন আর্চবিশপ কেভিন এস. রাণ্ডাল এবং আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বলেন, ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন ও যত্ন করেন তা আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিওকে ধন্যবাদ জানাই যিনি নতুন একটি ধর্মপ্রদেশ ও নতুন ধর্মপাল পল গমেজকে দান করেছেন। বিশপীয় দায়িত্ব একাকী লাভ করা যায় না, বরং ঈশ্বর ভালোবেসে এই পালকীয় দায়িত্ব প্রদান করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত কেভিন এস. রাণ্ডাল নবাভিষিক্ত বিশপ পল গমেজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিশপ পল বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের ভক্তবিশ্বাসীদের ঐশরাজ্যের দিকে পরিচালিত করবেন। এছাড়াও সকল ধর্মের মানুষের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সিনোডালিটি প্রতিষ্ঠা করবেন বলে বিশ্বাস করি।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, বিশপ পল গমেজ একজন যোগ্য যাজক ছিলেন। আর ঈশ্বর তাঁর এই যোগ্য যাজককে বিশপ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন। আজকে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের পাশাপাশি বাংলাদেশ মণ্ডলীও অত্যন্ত আনন্দিত। বিশপ পল গমেজের জন্য আমাদের প্রার্থনা খুবই দরকার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ তথা জনগণকে ঈশ্বরের পথে সুন্দরভাবে পরিচালিত করবেন।

নব অভিষিক্ত বিশপ পল গমেজ তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "আমি আজ প্রথমেই ঈশ্বরকে ও পোপ চতুর্দশ লিও'কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করার জন্য। একই সাথে আমি রাজশাহীর বিশপ, অন্যান্য বিশপ, ও সর্বস্তরের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমি অযোগ্য থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন। আমার বিশপীয় জীবনে আপনাদের সমর্থন ও প্রার্থনা অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনাদের প্রার্থনার গুণে ও সহযোগীতায় জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।"

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর ছিলো নবাভিষিক্ত বিশপ পল গমেজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। নৃত্য ও গানে বিশপকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। এছাড়াও ছিলো বিশপীয় অভিষেক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন। আরো ছিলো বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাঁন্তালী কনসার্ট। নবগঠিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের কাথিড্রাল হিসেবে জেলা শহর খঞ্জনপুরের মা মারীয়া আমাদের সহায় ধর্মপল্লীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশপ অভিষেকের আগের দিন, ৪ জুন, বিকালে বিশপ পল গমেজের মঙ্গলকামনায় অভ্যর্থনা, পবিত্র আরাধনা ও মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিশপ, ফাদার, সিস্টার এবং বিশপ পল গমেজের আত্মীয়-স্বজনগণ বিশপের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীতে বিশপদের আগমনের সাথে সাথে সাঁন্তালী, মাহালী, ওঁরাও ও মুণ্ডারী কৃষ্টিতে নেচে ও পা ধুইয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য ২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও জয়পুরহাট'কে নতুন ধর্মপ্রদেশ এবং ফাদার পল গমেজকে বিশপ মনোনীত ঘোষণা করেন। ৫ জুন অভিষেকের মধ্যদিয়ে বিশপ পল গমেজ জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিশপ পল গমেজ এর জন্ম রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মথুরাপুর ধর্মপল্লীর খরবাড়িয়া গ্রামে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। তার পিতা-মাতার নাম প্রয়াত বানার্ড গমেজ ও প্রয়াত পেরপেতুয়া কস্তা। তিনি ডিকন পদে অভিষেক লাভ করেন ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আর ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি কর্তৃক যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন।

৬৪ বছর বয়স্ক নতুন বিশপ পল গমেজ তার পালকীয় জীবনে সুরশুনিপাড়া, বেনীদুয়ার, বোর্নী, রাজশাহী কাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে কাজ করছেন। এছাড়াও তিনি যীশুনাম গৃহ সুইহারী দিনাজপুরে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৮-২০০০ পর্যন্ত ফিলিপাইনের সান্তো টমাস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করেছেন। দেশে ফিরে তিনি রমনা ও পবিত্র আত্মা সেমিনারী, বনানীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপের পরামর্শক ও ভিকার জেনারেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

নবগঠিত জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে নতুন ধর্মপাল বিশপ পল গমেজের একত্রিত যাত্রা হয়ে ওঠুক ঐশরাজ্য প্রকাশ ও বিস্তারের এক দৃশ্যমান চিহ্ন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা বিশপ পল গমেজের নেতৃত্বে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ হয়ে ওঠুক সিনোডাল মণ্ডলী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বরেন্দ্র দূত ও রেডিও তেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস।

বিশপ পল গমেজ এর বিশপীয় অভিষেক খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত উপদেশ

বিশপ ইম্মানুয়েল কে, রোজারিও

শ্রদ্ধাভাজন কার্ডিনাল, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রেন্ডাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত খ্রিস্টভক্তগণ, অনেক মানুষের প্রার্থনা ও পরিশ্রম এবং ঈশ্বরের মহান কৃপায় এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জয়পুরহাট নতুন ধর্মপ্রদেশ এবং এই ধর্মপ্রদেশের প্রথম ধর্মপাল বিশপ পল গমেজকে পেয়েছি। তাই মাণ্ডলিক জীবনে আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন। ঐশকৃপায় পরিপূর্ণ একটি সময়। ঈশ্বর যে মানুষকে পরিচালনা করেন, পুরিপুষ্ট করেন এবং মণ্ডলীকে প্রতিপালন করেন এবং বিস্ময়কর ও প্রেমপূর্ণ কাজ করেন, আজকের ঘটনা তারই একটি বাস্তব নিদর্শন।

ঐশকৃপার এই মহামূল্যবান উপহারের জন্য ঈশ্বরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জানাই পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিওকে। কারণ তিনিই আমাদেরকে ভালবেসে এই নতুন ধর্মপ্রদেশ সৃষ্টি করেছেন ও বিশপ মহোদয়কে নিয়োগ দিয়েছেন। সেই সাথে জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের সকলকে তথা নতুন বিশপকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর জনগণকে সমবেত ও যত্ন করেছেন একজন পালকেরই মত। প্রবক্তা এজেকিয়েলের গ্রন্থে ঈশ্বর বলেন, "আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে প্রতিপালন করব" *(৩৪:১৫)*। ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে উত্তম মেষপালক যিশুরই মধ্য দিয়ে। সেই জন্যেই তো যিশু বলেছেন, "আমি প্রকৃত মেষপালক। প্রকৃত মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়" *(যোহন ১০:১১)*। বাস্তবে তিনি করেছেনও তাই।

যিশু নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের পরিত্রাণ সাধন করার জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশ্বস্তভাবে তিনি তা পূর্ণও করেছেন। মুক্তির এই কাজ চলমান রাখার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করে উপযুক্ত গঠন দিয়েছেন, তাদেরকে প্রস্তুত করেছেন। প্রেরিতদূতদের উপর প্রেরণ কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত করে পবিত্র মণ্ডলী স্থাপন করেছেন *(যোহন ২০:২১)*। স্বর্গে উন্নীত হওয়ার আগে অনন্তকালীন-পালক স্বয়ং খ্রিস্ট-যীশু তাদের উপর তাঁর আত্মাকে প্রচুর পরিমানে দান করেছেন *(শিষ্য ১:৮; ২:৪; যোহন ২০:২২-২৩)*। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে জগতে প্রেরণ করেছিলেন। প্রেরিতশিষ্যেরাও তাদেরকে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছেন *(খ্রি: ম: ২০)*। প্রার্থনা ও হস্তস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের সহকারীদের নিকট খ্রিস্ট কর্তৃক প্রদত্ত সেই দায়িত্ব ও পবিত্র আত্মাকে হস্তান্তর করেছিলেন *(১ তিমথি ৪:১৪; ২তিমথি ১:৬-৭)*। এইভাবেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গুণে মণ্ডলীর পালক হিসাবে ধর্মপালগণ প্রেরিতশিষ্যদের উত্তরাধিকারী *(খ্রি;ম: ২০)* যা বর্তমান সময়েও চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ যিশুই চেয়েছিলেন যেন প্রেরিতদূতগণের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ বিশপ বা ধর্মপালগণ জগতের শেষ দিন পর্যন্ত মণ্ডলীর পালক হয়ে থাকেন" *(খ্রি:ম: ১৮)*।

তৃতীয় শতাব্দীর লেখক তের্তুলিয়ানের সাথে আমরাও বিশ্বাস করি, মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে, প্রেরিত শিষ্যগণ খ্রিস্টের কাছ থেকে এবং খ্রিস্ট ঈশ্বরের কাছ থেকেই এই দায়িত্ব পেয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বিশপীয় সেবাকাজ নিঃসন্দেহে একটি দায়িত্ব। তবে দায়িত্বের আগে এটি একটি ঐশকৃপা। অর্জনের আগে একটি আহ্বান। পালকীয় কাজেরই আহ্বান।

আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো একজন বিশপের সেই পালকীয় কর্মপরিকল্পনারই রূপরেখা প্রদান করে। ইস্রায়েল জাতির মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়েই বাবিলনে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আসার পর তাদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থই হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হতাশা-নিরাশা ও পার্থিব দুঃখ-দুর্দশায় কাতর ইস্রায়েল জাতির মানুষের কাছে প্রবক্তা ইসাইয়া এই আশার বাণী সকলকে শুনিয়েছিলেন। তুলে ধরেছিলেন একটি সুনির্দিষ্ট পালকীয় কর্মপরিকল্পনা। সেই একই পরিকল্পনাকে যিশুও আধ্যাত্মিক স্খলনের গ্লানিতে কাতর সকল মানুষেরই কাছে নিজের পালকীয় কর্মপরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন *(লুক ৪:১৮)*। জয়পুরহাট নতুন ধর্মপ্রদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এবং আপনার বিশপীয় দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনের পালকীয় কর্মপরিকল্পনা রয়েছে এই বাণীতে।

প্রথম পালকীয় অগ্রাধিকার হলো পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ এর ব্যপ্তি ব্যাপক। এখানে রয়েছে অনেক জাতি গোষ্ঠীর মানুষ। অনেক ধর্মের মানুষ। অনেকে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েছে। আবার অনেক এখনও ঐশবাণীর আলো দেখতে পায়নি। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবার কাছে সময়ে অসময়ে মঙ্গলবাণী প্রচার করবেন। ঐশবাণী দ্বারা পরিপুষ্ট করবেন, ধর্মশিক্ষা দিবেন, ভুল দেখিয়ে দিবেন, ত্রুটি সংশোধন করবেন আর সৎ জীবনের দীক্ষা দিবেন *(২ তিমথি ৮১৬)*। যাতে সবাই এই বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে মানবদেহধারী সেই খ্রিস্টকে চিনতে ও জানতে পারে এবং খ্রিস্ট-শিষ্য হয়ে উঠতে পারে। আপনার প্রতিপালক সাধু পলের আদর্শ, উদ্যম, সাহস ও প্রেরণায় পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী সবার কাছে তুলে ধরবেন। যাতে সবাই মিলে হয়ে উঠতে পারে খ্রিস্টের দেহরূপ একটি মিলনধর্মী মণ্ডলী। এইভাবেই আপনার বিশপীয় মূলমন্ত্র, "খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পরিচালন" বাস্তব হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় পালকীয় অগ্রাধিকার হলো মানুষের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া। হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা, বেকারত্ব এবং নানা রোগ ব্যাধির কারণে অনেক মানুষের হৃদয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে। আবার অনেক মানুষ আছে যাদেরকে দেখার, যত্ন নেওয়া, যাদের কথা শোনার কেউ নেই। খ্রিস্টের ন্যায় দয়া, ক্ষমা, কোমলতা, দরদ, সহানুভূতি ও ভালবাসা নিয়ে আপনিও তাদের কাছে আসবেন, তাদের কথা হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করবেন এবং তাদের হৃদয়ের ক্ষতস্থান বেঁধে দিবেন। যাতে তারাও ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ নিরাময়তার স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করে আনন্দিত হতে পারে।

তৃতীয় পালকীয় অগ্রাধিকার হলো বন্ধন মুক্তি বা নিষ্কৃতি দেওয়া। মন্দতা, পাপময়তা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, লোভ-লালসা, অহংকার ও বিভিন্ন আসক্তিতে যারা বন্দী হয়ে আছে তাদের কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহের বা মুক্তির জুবিলীবর্ষ ঘোষণা করা। তাদের হৃদয়ে নতুন আশা জাগ্রত করা, আশায় আনন্দিত করা। এই পালকীয় কাজ অনেক ব্যাপক এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ অনেক গভীর। ব্যক্তি জীবনের সততা, বিশ্বস্থতা, নিষ্ঠা ও সকলের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে এই পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে আজ আপনি অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন।

চতুর্থ পালকীয় অগ্রাধিকার হলো ভালবাসার অঙ্গীকার (আজকের মঙ্গলসমাচার)। এই পালকীয় পরিকল্পনার মূল্যে রয়েছে ভালবাসার একটি প্রত্যয়পূর্ণ অঙ্গীকার। সাধু পিতরের মত আজ আপনার হৃদয়-গভীরে ধ্বনিত হচ্ছে যিশুর দুইটি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন: "আমি কে, এই বিষয়ে তোমরাই বা কি বল?" *(মথি ১৬:১৫)*

সাধু পিতর ও আমাদের সবার সাথে একাত্ম হয়ে আপনিও আপনার ব্যক্তিগত প্রত্যয় নিয়ে উত্তর দিয়ে বলবেন, "আপনি তো স্বয়ং খ্রিস্ট, জীবনময় পরমেশ্বরের পুত্র" *(মথি ১৬:১৬)*। এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে আপনি যিশুর প্রকৃত পরিচয়ের একান্ত ব্যক্তিগত ও প্রত্যয়পূর্ণ সত্যটি প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি যিশুর সাথে একটি গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে প্রবেশ করছেন। এই মুহূর্তেই যিশুর দ্বিতীয় প্রশ্ন: "তুমি কি আমাকে ভালবাস?" *(যোহন ২১:১৭)* এই একই প্রশ্ন তিনবার করার মধ্য দিয়ে যিশু বাহ্যিক পরিচয়ের উর্ধ্বে এসে শুনতে চান সম্পূর্ণরূপে তাঁকে ভালবাসার অঙ্গীকারের কথা। "আপনি তো জানেন, আপনি তো সবই জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি" এই কথা তিনবার উচ্চারণ করে যিশুকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন। আপনার ভালবাসার উপর আস্থা রেখে যিশু আপনার উপর ন্যস্ত করছেন পালকীয় কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব: "তাহলে তুমি আমার মেষদের পালন করা, দেখাশোনা কর" *(যোহন ২১:১৭)*। জয়পুরহাট নতুন ধর্মপ্রদেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বয়স্ক নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রত্যেকটি পরিবার, অর্থাৎ সকল জনগণই স্বয়ং যিশুর আপন মেষ যাদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনেন, জানেন ও গভীরভাবে ভালবাসেন। এই মানুষগুলোকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই আপনি যিশুর প্রতি ভালবাসার অঙ্গীকার সমুন্নত রাখবেন। রক্ষা করবেন। যে আংটি আজ আপনি গ্রহণ করবেন তা আপনার বিশপীয় পালকীয় সেবাকাজে ভালবাসায় বিশ্বস্ততার কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিবে। এই ভালবাসাই আপনার সমস্ত পালকীয় কাজের মূল প্রেরণা ও চালিকা শক্তি। এই ভালবাসার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সম্পর্কের গভীর আনন্দ, তেমনি রয়েছে দায়িত্ব পালনে একটি বড় ক্রুশ। কারণ খ্রিস্টীয় জীবনে ক্রুশ ছাড়া ভালবাসা নেই।

বিশপ হিসাবে আপনার মেষদের পালন বা যত্নে তিনটি প্রধান পালকীয় কাজ রয়েছে: **প্রথমত:** প্রশাসনিক ও পরিচালনার কাজ। ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসাবে আপনি দরদী-পিতৃহৃদয় নিয়ে তাদের শাসন করবেন ও ভালবাসা দিয়ে পরিচালনা করবেন। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পলের বলেছেন, "শাসনকার্য সর্বদাই অনুশীলন করতে হবে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ সেবার মধ্য দিয়ে এবং আত্মার মঙ্গলের লক্ষ্যে" (Pastores Gregis / মেষপালের পালকগণ, অনুচ্ছেদ ৪৩-৪৫)। পোপের এই কথাগুলো আপনার পালকীয় কাজের অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে। আপনার পালকীয় যষ্টি মেষপালকে রক্ষা করার, পরিচালনা করার ও তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখারই প্রতীক। প্রবীণদের উদ্দেশ্যে সাধু পল বলেন, "তাই আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং পবিত্র আত্মা যে-সমগ্র মেষপালের সুরক্ষার দায়িত্ব আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই মেষপালের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখুন" *(শিষ্যচরিত ২০:২৮)*। উত্তম মেষপালক যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে সুশাসন ও সুপরিচালনার মধ্য দিয়ে একসাথে যাত্রা করে তাদেরকে খ্রিস্টের কাছে নিয়ে আসবেন প্রকৃত একটি সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে উঠারই লক্ষ্যে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষাদান করা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার মাথার উপর উন্মুক্ত বাইবেল স্থাপন করা হবে। আপনি হবেন ঐশবাণীর ধারক, বাহক, প্রচারক ও শিক্ষক। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল, ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আন্দোলনের যুগে অনেক মানুষ, বিশেষভাবে যুবসমাজ, অনেকভাবে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বিপন্ন। মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাগুরু যিশুর আদর্শে সাহস, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিয়ে কর্তৃত্বের সাথে শিক্ষাদান করবেন। যাতে ভক্তজনেরা খ্রিস্টবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারে, সত্যকে চিনতে পারে, নৈতিক বিবেক গঠন করতে পারে। আর এইভাবে শান্তি, ন্যায্যতা, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং মানুষের মহিমা, সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় একসাথে কাজ করতে পারে। এই মহৎ কাজে পূণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও এর বিশ্বজনীন পত্র Magnifica Humanitas (মানবতার মহিমা) অনেক সহায়ক হবে। এইভাবে শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে হয় হয়ে উঠবেন আদর্শ শিক্ষক।

তৃতীয়ত: পবিত্রকরণ কাজ। আমরা সকলেই পাপী। তাই প্রায়শ্চিত্ত করে পাপের ক্ষমা লাভ করতে অর্ঘ্য ও প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করতে হয় (দ্বিতীয় পাঠ)। খ্রিস্টিয় জীবনকে আদর্শ, সুন্দর ও পবিত্র করার জন্য আপনি নিয়মিত অর্ঘ্য নিবেদন করবেন, মণ্ডলীর পবিত্র সাক্রামেন্তসমূহ সম্পাদন করবেন এবং সাক্রামেন্তসমূহ বিশ্বস্ত ও নিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে, বিশেষভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। অতিন্দ্রীয় অভিষেক তৈলে আপনার মাথা লেপনের ফলে আপনার মধ্য দিয়ে আসা সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ ভক্তজনদেরকে পবিত্র এবং তাদের আধ্যাত্মিকতাকে সমৃদ্ধ করবে। এই তেল আপনার জন্য সর্বদাই আনন্দ তৈল হয়ে থাকবে। আপনার মধ্যে সর্বদাই আনন্দপূর্ণ আশা জাগ্রত করে রাখবে। আপনার মধ্য দিয়েই সেই আনন্দ সবার জীবনে ছড়িয়ে পড়বে। দয়া, মায়া, সহানুভূতি, ক্ষমা ও ভালবাসার সেবাকাজ জগতের কাছে প্রকাশিত হবে।

বিশপীয় পালকীয় কাজে সফলতার সোপান হলো প্রার্থনা। পালকীয় কাজ করতে দিয়ে আপনি গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন আপনার দুর্বলতা ও পাপময়তার কথা। এই দুর্বল আপনাকেই ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন নতুন ধর্মপ্রদেশের বিশপ হওয়ার জন্য। তাই সাধু পলের মত বিনম্রতার সাথে যখন বলবেন, "আমি এখন যা হয়েছি, তা পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই হয়েছি" *(১ করি ১৫:১০)*, তখনই সাধু পলের মত আপনিও শুনতে পাবেন যিশুর সেই অভয় বাণী, "আমার অনুগ্রহই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের দুর্বলতার মধ্যেই তো আমার শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ" *(২ করি ১২:৯)*। যিশুর সেই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অভয় বাণী আজও সত্য। তাই আপনার দুর্বলতার কথা ভেবে হতাশ না হয়ে, বরং বিশ্বাসভরা পালকীয় হৃদয়ে আপনিও আপনার মেষদের জন্য তীব্র আর্তনাদ করতে করতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা ও মিনতি জানাবেন সেই ঈশ্বরেরই কাছে। আপনার এই ভক্তি-নম্রতা ও আনুগত্যপূর্ণ প্রার্থনা অনেক মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবে, যেমনটি হয়েছিল মহাযাজক যিশুর প্রার্থনা (দ্বিতীয় পাঠ)।

এই পালকীয় কর্মপরিকল্পনা ধর্মপ্রদেশের সকলকে নিয়েই সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই নতুন ধর্মপ্রদেশে দৃশ্যত অনেক কিছুই নেই। তবে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তা আপনার রয়েছে। আর তা হলো ঐশজনগণ এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবান ক্যারিজম। তা আবিষ্কার করে সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করেই এই দেহরূপ ধর্মপ্রদেশটিকে গড়ে তুলবেন। আদর্শ পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু হিসাবে আপনার একান্ত সহকর্মী যাজক, পরিসেবক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের ভালবাসবেন। ভালবাসবেন খ্রিস্টভক্তদেরকেও। সকলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আপনি এই জগতে সকলের মাঝে পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের একতা, মিলন ও প্রেমপূর্ণ সহভাগিতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠবেন। আর এইভাবেই আপনিও তাদের আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তগণ, খ্রিস্টের সেবাকর্মী ও ঐশরহস্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক হিসাবে আপনাদের বিশপকে সাদরে গ্রহণ ও শ্রদ্ধা করবেন এবং সার্বিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্ম হয়ে পথ চলবেন। মনে রাখবেন শিষ্যদের প্রতি যিশুর সেই কথা, "যে তোমাদের কথা শোনে, সে আমার কথাই শোনে। যে তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে, সে আমাকেই প্রত্যাখ্যান করে। এবং যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে সে তাঁকেই প্রত্যাখার করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন"। অভিষেকের দ্বারা ধর্মপালগণ যাজকবরণ

(বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায় পড়ুন..)

মিশনারী অবলেট মেরী ইম্মাকুলেট (OMI) ধর্মসংঘের পোপীয় অনুমোদনের দ্বিশতবার্ষিকী

ফাদার রকি যোসেফ কস্তা ওএমআই

ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মাতৃগর্ভে আসার আগেই ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের জন্য স্থির করে রাখেন তাকে দিয়ে তিনি কি কার্য সম্পাদন করবেন। অনেক মানুষ ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা বুঝতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে এই পৃথিবীতে অপূর্ব কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে। ঈশ্বরভীরু সন্ন্যাসীগণ নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে; দেহ, মন, আত্মা অর্থাৎ সমস্ত সত্তা দিয়ে ঐশ আহ্বানে বা নিমন্ত্রণে আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে, কতিপয় মহাপ্রাণ পুরুষ ও নারী এই ধরণীকে আরও বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত, মণ্ডলীকে আরও বেশী সমৃদ্ধশালী ও মানব জাতিকে আশীর্বাদিত করেছেন। সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড এমনই এক মহাপুরুষ যিনি মিশনারী অবলেট সম্প্রদায় স্থাপন ও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত-সীমানায় তার অবলেট পুত্রদের মিশনারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ইউজিনের জীবন দশায় এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশে দুর্গম এলাকা সমূহে অবলেট মিশনারী পুত্রদের আত্মত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম ও তার ফল নিজের চোখে দেখেছেন। বলা যায় যে, মিশনারী অবলেটগণ "আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা জুড়ে তুষার আবৃত এস্কিমোদের পাইন হতে হাডসন পর্যন্ত, পারলো সাগরে উপকূলবর্তী এলাকা, অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী বিশাল পার্বত্য অঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। টেক্সাসের বিস্তৃর্ণ সমতল ভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তপ্ত বালুকাময় এলাকা এবং ভারত মহাসাগরীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিপূর্ণ দ্বীপ শ্রীলংকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পোপ ১১শ পিউসের মতে "অবলেটগণ হলেন 'সবচেয়ে কঠিন প্রচার কাজের বিশেষজ্ঞ"।

আজ হতে দ্বিশত বর্ষ পূর্বে মাণ্ডলিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মিশনারী অবলেট মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড যে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্যে রচনা করেছেন-পুণ্যপিতা পোপ দ্বাদশ লিও, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে, সেটির মাণ্ডলিক ও পোপীয় অনুমোদন করেন। এই অনুমোদনের মধ্য দিয়ে অবলেট সম্প্রদায় মণ্ডলীর সম্পদে পরিণত হয়। সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, অবলেটদের উদ্দেশে লিখেন, "আমাদের উচিত মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের 'নিয়ম-কানুন'কে আঁকড়ে ধরা এবং তাতে যা নিয়ম-কানুন বা বিধান দেওয়া আছে, সেগুলি নিখুঁতভাবে পালন করা...। এগুলি আর নিছক নিয়ম-কানুন বা কেবল ধর্মীয় নির্দেশাবলী নয়; এগুলো এমন 'নিয়ম-কানুন' যা মণ্ডলী অত্যন্ত সতর্ক পর্যালোচনার পর অনুমোদন করেছে। এগুলো মণ্ডলীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, কারণ মণ্ডলী এগুলোকে গ্রহণ করেছে. . .। আমরা সংখ্যায় কম. . . কিন্তু মণ্ডলীতে আমাদের স্থান ততটাই সুনির্দিষ্ট, যতটা সবচেয়ে বিখ্যাত সংঘ বা প্রতিষ্ঠান। নিজেদের মর্যাদা স্বীকার করো এবং সতর্ক থেকো যেন কখনো তোমাদের মা (সম্প্রদায়)কে অসম্মান করো না। সে (সম্প্রদায়) বহু সন্তানের জন্ম দিবে, যদি আমরা বিশ্বস্ত থাকি এবং আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে তার উপরে লজ্জাজনক বন্ধ্যাত্ব চাপিয়ে না দেই। ঈশ্বরের নামে, এসো আমরা সাধু (পবিত্র) হই।"

নির্বাসিত রাজপুত্র, কৈশোর, যুব ও সেমিনারী জীবন

মিশনারী অবলেট মেরী ইম্মাকুলেট (OMI) সম্প্রদায়ের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পোপীয় অনুমোদনের দ্বিশত বার্ষিকী পালনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে, সাধু ইউজিন ডি মাঝেনড'র সম্বন্ধে আপনাদের একটু জানা ও আমারও কিছু বলা আবশ্যকীয় বলে মনে করছি। ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ইউজিন ডি মাঝেনড ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট; দক্ষিণ ফ্রান্সের এক্সএন প্রভান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসি বিপ্লবের পর সামগ্রিক পরিবর্তন হতে শুরু করে। সাধারণ জনতা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। ইউজিন একজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশের সন্তান। তার পিতা এন্টন ডি মাঝেনড পার্লামেন্টের সভাপতি ছিলেন। তার মাতাও ধনী পরিবারের কন্যা ছিলেন। ইউজিনের জন্মের পর ১২ জন কর্মচারী তার যত্ন নিতেন। এই কথা বলা যেতে পারে যে ইউজিন সোনার চামুচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর তাঁর কপালে এত সুখ আর সইল না। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের বিভিন্ন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারকে আশে পাশের দেশে নির্বাসিত হতে হয়। ইউজিনের কপালেও এই ভাগ্য এসে পড়ে। তাই তো ইতালির বিভিন্ন শহরে তাকে প্রায় ১ যুগ নির্বাসিত হয়ে থাকতে হয়। দীর্ঘ এই সময়ে ঈশ্বর তাকে সাধু পুরোহিত (ডন বার্থলো জিন্নালি) দ্বারা পরিচালিত করেছেন। ঈশ্বর তাকে আবার ছেড়ে দিয়েছেন যেন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে, পরীক্ষা প্রলোভনে ইউজিন যেন নিজেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারেন এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করেন। নির্বাসনের পর যখন ইউজিন নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন তারপরেও কয়েক বছর কেটে যায়। সেই সময় ইউজিনের পরিবার তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয় এবং কোন একজন মেয়েকে দেখানো হয়। কিন্তু ঐ মেয়ের অসুস্থতার জন্য বিয়ে হয়ে উঠেনি এবং অন্যকোন মেয়েকেও দেখা হয়। কিন্তু সেটাও বেশীদিন গড়াতে পারেনি। বলা বহুল্য যে সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তান। যার মধ্য দিয়ে মাঝেনড বংশ, যা ছিল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, তার রক্ষা করার জন্য ইউজিনের একমাত্র চিন্তা ছিল মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও একটা সুন্দরী বৌ যা তার জীবনকে সার্থক করে তুলবে। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে ঈশ্বর বলেছেন মানুষের চিন্তা ও ঈশ্বরের চিন্তা এক নয়। ঈশ্বর ভাবেন একরকম আর মানুষ ভাবে অন্য রকম। তাই আমরা দেখি যে, এই সময়ে ইউজিনের মনোজগতে এক অন্তর দ্বন্দ্ব চলছিল। তার আত্ম উপলব্ধিতে আসে যে এই জগৎ খুব বেশী স্বার্থপর, হিংসা, অনেক নিচুতা ও নোংরামিতে পরিপূর্ণ। একটি ঘটনা ইউজিনের জীবনে সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তিনি কোন এক সময়ে (যদিও বলা হয় ১৮০৭) পূণ্য শুক্রবার তার ধর্মপল্লীতে সবার সঙ্গে ক্রুশ অর্চনার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তিনি খ্রিস্টের ক্রুশের মৃত্যুর কথা গভীর ভাবে ধ্যান করছিলেন। ঠিক তখনই এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের মুখোমুখি হন যা তার সমস্ত জীবন ও তার সমস্ত সত্তা নাড়িয়ে দেয়। তিনি দেখতে পান ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার দিকে নেমে আসছেন। খ্রিস্টের ঐ দু'চোখে যে এত প্রেম, এত ভালবাসা ও এত আবেদন ছিল তা তিনি জীবনে কখনোও উপলব্ধি করেননি। এই ঘটনা তাকে অনেক পীড়া দিয়েছিল। প্রভু যিশুর এই করুন দৃশ্য দর্শনের পর তিনি অনেক কেঁদেছেন, অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি আত্ম উপলব্ধি করেছেন যে তিনি একজন অধম পাপী ও খ্রিস্টের অযোগ্য সেবক। খ্রিস্টের ঐ চোখগুলি যেন ইউজিনকে বার বার কি বলকে যাচ্ছে। অনেক বছর পরে তিনি তার ডায়েরীতে লিখেছেন, "কিভাবে আমি ঐ দিনের কথা ভুলে যাব! যেন খ্রিস্টই তাকে স্পর্শ করেছেন। পরম আত্মা যা তার আত্মাকে স্পর্শ করেছেন। ঈশ্বর যিনি সমস্ত ভালোর সার ও উৎস"। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করলেন যে খ্রিস্টের একজন আদর্শ সেবক হয়ে মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে তাঁর এ ক্রুশীয় মৃত্যুকে সার্থক করে তুলবেন। ফাদার ডগলাস এর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের বিখ্যাত সেমিনারী সাধু সুলপিস'র সেমিনারীতে মায়ের অমতে প্রবেশ করেন। সেমিনারীতে তিন বছর পড়াশুনা করার পর ২১ ডিসেম্বর ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

অবহেলিত যুব সমাজের ও দীন দরিদ্র কয়েদীদের দরদী বন্ধু

যাজক হিসেবে ফাদার ইউজিনের কোন দায়িত্ব ছিল না। তাই তার ধর্মপ্রদেশে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যাওয়ার সুযোগ ছিল। এই সুযোগ তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি আরো প্রখর হলো। বিভিন্ন মানুষের নানাবিধ সমস্যা দেখার সুযোগ তিনি পান। সেই থেকেই ফরাসী বিপ্লবের ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ যুব সমাজ তাদের জন্য কিছু করার একটা বাসনা ইউজিনের যাজকীয় জীবনের প্রথম থেকেই ছিল। তিনি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে যুবকদের সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে যুবকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনি যুবক সংঘের জন্য কিছু নীতিমালা ও নিয়মকানুন তৈরি করেন। প্রতিদিন উপাসনালয়ে যোগদান, পনের মিনিট আধ্যাত্মিক পাঠ, পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের প্রতি সাক্ষাৎ, রোজারিমালা প্রার্থনা, দু'সপ্তাহে একবার পাপস্বীকার করার নিয়ম প্রচলন করেন। যুবক ফাদার ইউজিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। এক্সএন প্রোভান্সে একটি জেলখানা ছিল এবং সেখানে প্রতিদিন ইউজিন সাহায্য করতে যেতেন এবং ক্রমে জেলে কয়েদীদের চ্যাপলেইন হয়ে ওঠেন। কয়েদীদের অনেক বেশী শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো, বিশেষ করে খাদ্য, অপুষ্টি, পচা ও নিম্নমানের খাবার এবং যেহেতু যুদ্ধবন্দি কয়েদি, সেহেতু অনেক মানুষকে গাদাগাদি করে থাকতে হত। কিছু সাহায্যকারী নিয়ে এই সমস্ত সমস্যা নিরসন করতে সচেষ্ট হন। কয়েদীদের প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ও মায়া জমে ওঠে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তপস্যাকালের প্রথম রবিবার সাধারণ কর্মজীবী দীন-দরিদ্রদের প্রেভান্সাল ভাষায় একজন অভিজাত বংশের যাজক ইউজিন বলেন, "ধনীদের জন্য অনেক উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তোমরা গরীব, দীনহীন তোমাদের কাছে কেউ আসবে না ও তাকাবে না। তোমরা দরিদ্র-অবহেলিত ও নির্যাতিত হলেও তোমরা সবাই খ্রিস্টের আপনজন ও ভালোবাসার মানুষ। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান।" ঈশ্বর এই সমস্ত মিশনারী কাজের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সেবক ইউজিন ডি' মাঝেনড'কে প্রস্তুত করছেন।

ঐশরিক পরিকল্পনায় মনোনিবেশ

ইউজিন ও তার কয়েকজন সমমনা পুরোহিত সঙ্গী নিয়ে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে নতুন একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দেন। সর্বপ্রথমে হেনরী টামপিয়ের ও অগষ্টাস ইকার্ড ইউজিনের ডাকে প্রদান করে এবং কিছু সময় পরে তাঁদের সঙ্গে আরও তিনজন যাজক যোগদেন। পুরাতন কার্মেলাইট কনভেন্ট ক্রয় করার পর ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি হতেই তারা একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। নব নির্মিত সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য হল নিজেকে পবিত্রকরণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা, ধ্যান, খ্রিস্টীয় গুণের চর্চা এবং প্রাত্যহিক পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা এবং বাণী প্রচার করা। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম সংঘ "মিশনারী অব প্রোভান্স" ধর্মপ্রদেশীয় অনুমোদন লাভ করে। নতুন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইউজিন ও টামপিয়ের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেন বাধ্যতা ব্রত উচ্চারণের মাধ্যমে এবং সে দিনে (পুণ্য বৃহস্পতিবার ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল) তাদের অনেক আনন্দ এবং সারা রাত প্রভুর পূজা অর্চনা করেছেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নিয়ম গ্রন্থ তারা অনুমোদন ও গ্রহণ করেন। সাধু ইউজিন ও তার সঙ্গীগণ কৌমার্যতা ও দারিদ্রতার ব্রত উচ্চারণ করেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি পোপ দ্বাদশ লিও 'মিশনারী অব প্রোভান্স এর 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' গ্রন্থ অনুমোদনকরণে সম্প্রদায়ের নতুন নাম প্রদান করেন। সেটা হল "মিশনারী অবলেটস অব মেরী ইম্মাকুলেট (OMI)"। সম্প্রদায়ের ক্যারিজম গুলো হল ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের প্রতি ভালোবাসা, মণ্ডলীর প্রতি ভালোবাসা, সংঘবদ্ধ জীবন, কুমারী মারীয়ার প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং বাণী প্রচার। ইউজিন কর্তৃক অবলেট সম্প্রদায়ের মূল নীতি হলো ঈশ্বরের গৌরব, মানব পরিত্রাণ ও মণ্ডলীতে বাণী প্রচার।

পটভূমি, পুণ্যনগরীতে অবস্থান ও ঈশ্বরের উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস

সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভেরডন'র সেন্ট লরেন্ট পারিবারিক অট্টালিকায় একান্ত নিভৃতে প্রার্থনা ও ধ্যানে সময় কাটান। এই সময়েই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' রচনা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' এ বিভিন্ন প্রাচীন ও বিখ্যাত সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষনীয়। তিনি মনে করতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, "নিয়ম-কানুন হলো পবিত্র আত্মার কাজের ফল", যদিও আমাদের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' সাধু আলফন্স ডি' লিগুরী ও সাধু ইগ্নেসিউস লোয়েলার প্রভাব আছে, তথাপি ঈশ্বর নিজে সেগুলির রচয়িতা। নির্জন ধ্যানের সময় তিনি লিখেন যে, "আমি আমাদের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' নিয়ে যখন ধ্যান করছিলাম তখন মনে হলো যে আমরা কখনোই সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর অনন্ত দানের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারবো না, যেহেতু নিঃসন্দেহে কেবল ঈশ্বরই তাদের ('সংবিধান ও নিয়ম-কানুন') রচয়িতা।"

অতিরঞ্জিত হবে না যদি বলি যে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লিখিত হয়েছে ও মঙ্গলসমাচারী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। সাধু ইউজিন, অক্টোবর মাসে, তাঁর স্থাপিত সদস্যদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন এবং 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' সমন্ধে অনুধ্যান প্রদান করেন যা তাঁদের প্রথম সাধারণ সভায় (১৮১৮) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। আমাদের জানা প্রয়োজন আছে যে, এই সংবিধান ও নিয়ম-কানুনই কিছু সংশোধন, উপযোগীকরণ ও রূপান্তর (Adaptation) করার পর তার নবীন সম্প্রদায় ও এর 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পোপীয় অনুমোদনের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন। তিনি সেলেসিয়াল পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্যাশনিস্ট ফাদারদের জেনারেল হাউজে থাকেন। সান্তা-মারীয়া-ইন কম্পেত্তি গির্জায়, পোপীয় অনুমোদনের আগের দিন, অনেকগুলো খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন যেন পোপ প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্প্রদায় ও 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' অনুমোদন প্রদান করেন। ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পোপীয় অনুমোদন লাভ করে।

"[এটি] পালন কর, এবং জীবন পাবে তুমি" ('Do this and you shall live') একজন ব্রত উচ্চারণকারীর হাতে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' বই হাতে দেওয়ার সময়ে এই বাক্য উচ্চারণ করা হয়। কথাগুলোতে যেন বাইবেলীয় শিক্ষা, মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা ও আদেশই প্রকাশ পায় *(দ্র. যোহন ৮:১৫)*। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিয়ম-কানুন কখনোই মঙ্গলসমাচার বাতিল বা প্রতিস্থাপন করে না বরং নিয়মকানুন/বিধান হলো ক্যারিজমের উপর ধ্যানের মাধ্যমে পঠিত মঙ্গলসমাচার *(দ্র. VC 36)*।

আমরা কেন 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' গ্রহণ করি

পাঠকগণ, আমরা কেন 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' গ্রহণ করি বা এর প্রয়োজনীয়তা কি এই ধরনের অনেক প্রশ্ন বা চিন্তার উদয় আমাদের হতে পারে। আমি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করছি।

১. 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' ব্রতীয়, মিশনারী ও সংঘবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন উপাদান এবং মানব সত্তার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা দিকের মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করে ও তা রক্ষা করতে সাহায্য করে।

২. 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' ব্রতধারীদের অস্তিত্বকে ছন্দ প্রদান করে।

৩. 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সংঘবদ্ধ জীবনের স্বাস্থ্যও নিশ্চিত করে।

৪. 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' সদস্যদের পবিত্রকরণ ও প্রৈরিতিক কাজকে কার্যকারিতা দান করে।

'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' অনুসারে জীবনযাপন করা বা তা আত্মস্থ করার অর্থ হলো "যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা"। সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড'র স্বচ্ছ চিন্তা আমরা দেখতে পাই যে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার মাধ্যমে ঈশ্বরের কৃপা, আশীর্বাদ লাভ করা যায় এবং পবিত্র হওয়া যায়। তিনি কানাডার সেন্ট বনিফাস'র অবলেটদের লিখেন যে, "আমার আশীর্বাদ নিও, আমার প্রিয় সন্তানেরা যাদের আমি এত কোমল-স্নেহে ভালবাসি, ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর জন্য জীবন-যাপন করো, দীনহীন, বিধর্মী বা পৌত্তলিকদের পবিত্রতার জন্য, সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাকে তোমরা সম্মান করো, এর বিনিময়ে, তার কোলে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করার মাধ্যমে সে তোমাকে অনুগ্রহ দান করে। একত্রিত থেকো, যেন একটি হৃদয় এবং একটি আত্মা (cor unum et anima una)। নিয়মিতভাবে তোমাদের পবিত্র 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পুনরায় পড়ো। ইহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে।"

পরিণত বয়সে সাধু ইউজিন সমগ্র সম্প্রদারের অবলেটদেরকে আবারও স্মরণ করে দেন যে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' অনুসারে জীবনযাপন করলে পবিত্রতা অর্জন করা ও ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। তিনি লিখেন যে, "প্রিয় সন্তানগণ, আমি আমার উপদেশে একটি মাত্র সুপারিশের উপর মনোযোগ দিতে চাই: পবিত্র 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পাঠ ও ধ্যান করো। সেখানেই পূর্ণতার রহস্য নিহিত আছে: যা আমাদেরকে ঈশ্বরের পানে ধাবিত করবে, তার সবই সেখানে আছে। সমস্ত সদ্‌গুণ দ্বারা তোমাদের আত্মাকে শোভিত করো, পুণ্য সঞ্চয় করো, এবং তোমাদের অধ্যবসায় নিশ্চিত করো। তোমাদের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পাঠ, ধ্যান, পালন করো এবং তোমরা পবিত্র (সাধু) হয়ে উঠবে, তোমরা মণ্ডলীকে উন্নত করবে, তোমরা তোমাদের আহ্বানকে সম্মান করবে এবং তোমরা যাদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করবে তাদের পরিবর্তন বা রূপান্তরের অনুগ্রহ বর্ষণ করবে, সেই সাথে মণ্ডলী, তোমাদের জননী, (সম্প্রদায়) এবং তার সদস্যদের উপর, যারা তোমাদের ভাই, সকল প্রকার আশীর্বাদ বর্ষণ করবে। তোমাদের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পাঠ, ধ্যান বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করো এবং তোমরা প্রভুর শান্তিতে মৃত্যুবরণ করবে, সেই পুরস্কারের নিশ্চয়তা সহ যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাদের কর্তব্য পালনে শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ী থাকবে" *(St. Eugene de Mazenod, Circular Letter, August 2, 1853, Oblatio, p. 336)*

আমরা 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' কিভাবে ভালবাসবো

আমরা 'সংবিধান ও নিয়ক-কানুন' কে বিভিন্নভাবে ভালবাসবো-

১. প্রতিদিন 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পাঠ-প্রার্থনা-ধ্যান করে,

২. পবিত্র আত্মার কাজের ফল ও ঈশ্বর নিজে যেহেতু এই গুলির রচয়িতা এবং মঙ্গলসমাচারের অনুপ্রেরণায় লিখিত সেহেতু, এগুলো অনুসারে জীবনযাপন করা মানে মঙ্গলবাণী শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে,

৩. আমাদের প্রৈরিতিক কাজ যেন সব সময় আমাদের 'জীবনের পুস্তক' হতে অনুপ্রাণিত হয়,

৪. "সেগুলি 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' অনুসরণ করি, কারণ সেগুলি পবিত্র, এবং আমাদের পবিত্র করবে"

৫. মেরী ইম্মাকুলেট হলো স্বর্গের পাসপোর্ট,

৬. মা মারীয়াকে নিয়ে ও তাঁর সঙ্গে চিন্তা করি, ভালবাসি ও কাজ করি,

৭. মণ্ডলী ও খ্রিস্টকে ভালোবাসি, 'বিশপের মানুষ' (Oblates are bishop's men)

ইউজিনের জীবনে যে বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে ধরা দেয় তা তার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' হতেই আমরা জানতে পারি। যেমন খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, বাণীপ্রচার মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের (পোপ) প্রতি তাঁর সর্বদা সমর্থন। "বাণীপ্রচার ও দরিদ্র, দীন-হীন" শব্দগুলো শোনা মাত্র তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যেখানেই 'বাণীপ্রচার' অত্যন্ত জরুরী ও ঐ এলাকার মানুষ 'দীন-দরিদ্র' সেখানেই অবলেট সন্তানদের বাণীপ্রচার করতে পাঠিয়ে দেন। যা আজ পর্যন্ত মিশনারী অবলেট সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য এবং একে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

একজন অবলেট যখন হৃদয় দিয়ে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন'কে ভালবাসে, যখন সেটা তার নিজের পরিচয় হয়ে ওঠে, তখন তার সমস্ত সত্তারও রূপান্তর হয়। এমনই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন ফাদার আগষ্টিন গাওডেট, একজন কানাডায় মিশনারী, প্রতিষ্ঠাতাকে লিখেন, "আমার হৃদয় আপনার হৃদয়ের প্রতি গভীরভাবে নিবন্ধিত। উপরন্তু, আমি 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' আমার সঙ্গে নিব। সেখানে আমি আপনার প্রয়োজনীয় উপদেশ, ইচ্ছা ও সম্পূর্ণ হৃদয় পাবো। আপনি সবসময় আপনার সন্তানের সঙ্গে থাকবেন। আমি এটি প্রায়ই পাঠ করবো, এবং আমার ওষ্ঠে জড়িয়ে রাখব। এটি আমার দুঃখে আশ্রয় ও সান্ত্বনা হবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' এর মাধ্যমে আমি নিজেকে পবিত্র করব, এবং কেবলমাত্র তার মাধ্যমে আমি অন্য ব্যক্তিদেরও পবিত্র করব। তাকে আমি চিরকাল ভালবাসার ও বিশ্বস্ত থাকার শপথ করছি, "হ্যাঁ, চিরকাল"।

ঈশ্বর ইউজিন ডি মাঝেনড'কে সবসময় পরিচালনা করেছেন। ঈশ্বর ভীরু মহাপ্রাণ ইউজন খ্রিস্টের বাণী প্রচারে তৎপর ছিলেন। তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং সুশৃঙ্খল। তিনি জীবিত অবস্থায় অনেক দেশে মিশনারী প্রেরণ করেছেন। প্রতিদিন ধ্যান প্রার্থনায় তাঁর অবলেটদের সঙ্গে মিলিত হতেন পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের সামনে। তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন। বিপদে একমাত্র আশ্রয়স্থল হল আরাধ্যসংস্কার। গরীবদের প্রতি দয়া ও ভালবাসা ছিল তার জীবনের বিশেষ দিক। খ্রিস্টের বাণী সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচার করতে পারতেন। ইউজিন ২১ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে ধন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তাকে সাধু শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সাধু ইউজিনের পর্ব পালন করা হয় ২১ মে। খ্রিস্ট প্রেমিক, একনিষ্ঠ বাণী প্রচারক, যুবকদের আদর্শ, সমস্যাগ্রস্থ (বিচ্ছন্ন/ভগ্ন) পরিবারের পালক আমাদের সকলের অনুকরণীয়।

মিশনারী অবলেট মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায় ও তার 'সংবিধান ও নিয়ম-কানুন' পোপীয় অনুমোদনের দ্বিশত বর্ষে আমাদের হৃদয়মন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ যে তিনি এই সম্প্রদায়কে বিগত ২১০ বছর পরিচালনা করছেন। সাধু ইউজিনের আধ্যাত্মিকতা শুধুমাত্র অবলেটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যেহেতু "...মণ্ডলীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, কারণ মণ্ডলী এগুলোকে গ্রহণ করেছে"। তাই বিশ্বে (প্রায় ৭০ টি দেশে) অবলেট মিশনারীগণের সঙ্গে অগণিত সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ মণ্ডলীর বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত। তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় আছে, তাদেরকে বলা হয় 'মিশনারী এসোসিয়েন অব মেরী ইম্মাকুলেট' (MAMI)। প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইউজিন'র সময় হতেই কোন না কোনভাবে তারা অবলেটদের সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করছেন। অবলেট সম্প্রদায়ের ২১০ বৎসরের পূর্তি পালিত হয়েছে এবং পোপীয় অনুমোদনের দ্বিশত বর্ষে, বাংলাদেশে ৫৩ বছরের সক্রিয় মিশনারী উপস্থিতির সময়ে, শ্রদ্ধেয় পাঠকগণের কাছে আমার আবেদন, খ্রিস্টবিশ্বাসী সকল নর-নারী, যারা সাধু ইউজিন ডি' মাঝেনড'র আধ্যাত্মিকতা নিজের জীবনে পালন ও অনুশীলন ও মিশনারী অবলেট মেরী ইম্মাকুলেট (OMI) সম্প্রদায় যাজক ও ব্রাদারদের সঙ্গে মিশনারী কাজ করতে আগ্রহী তারা অবলেট ফাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

অভিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদা

অর্পা কুজুর

শেকড়হীন মানুষ বা দেশহীন বা রাষ্ট্রহীন মানুষদের আমরা অভিবাসী বলতে পারি। মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আবার এক শহর থেকে আরেক শহরে এমন কি এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। মানুষের এই স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকেই আমরা মানুষের অভিবাসন বলতে পারি। মানুষ বিভিন্ন কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ সদা সর্বদা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে। সুস্থ ও নিরাপদ আশ্রয় ও জীবন মানুষের একটি মৌলিক ও নিরন্তর চাওয়া। এই চাওয়াই মানুষকে স্থানান্তর করে। আর এই স্থানান্তরিত মানুষদেরই আমরা অভিবাসী জনগণ বা (Migrant People) বলি।

পেশার জন্য মানুষ স্থানান্তরিত হয়। বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ার কারণে অনেক মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে। গ্রামের মানুষ জায়গা জমি হারিয়ে, তাদের পেশা কৃষিকাজ হারিয়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়ে। তখন তারা কাজের জন্য গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়। সারা বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখিন হয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বেঁচে থাকার তাগিদ মানুষকে অভিবাসী করে তোলে। একইভাবে মানুষ কাজের জন্য, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বা পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর হচ্ছে। শুধুমাত্র দেশের ভিতরেই নয়, মানুষ তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এক দেশের মানুষ আরেক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাকে অভিবাসী হিসেবেই গণ্য করা হয়। অভিবাসী হওয়াটা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একটি ভাল জীবনের প্রত্যাশা, পারিবারিক অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা এবং ন্যায্যতা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে মানুষ কখনই বঞ্চিত হতে চায় না। নিজে থেকে অভিবাসী হওয়া এবং জোরপূর্বক মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি জোরপূর্বক উচ্ছেদ ঘটিয়ে, তাদের বিতাড়িত করে, তাদের জায়গা জমি দখল করা হয় তখন সেখানকার মানুষ স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনা মূলত রাজনৈতিক এবং যুদ্ধের কারণে ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মিয়ানমারের ঘটনাটি তুলে ধরা যেতে পারে। মিয়ানমারের রাজনৈতিক কারণে প্রায় ১৪ লাখেরও বেশি জনগণ বাস্তুচ্যুত হয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের দেশে বাস্তুচ্যুত জনগণ হিসেবে গণ্য। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের কারণে মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ হারিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ আশ্রয়ের কারণে অভিবাসী হতে বাধ্য হচ্ছে।

যখন মানুষ অভিবাসী হয় তখন তারা হয়ে যায় দেশহীন, রাষ্ট্রহীন এবং শেকড়হীন মানুষ। তারা সেখানে বাস্তুচ্যুত হয়ে বসবাস করায় সেখানকার মাটিকে তারা নিজের মনে করতে পারেনা। সেখানকার সংস্কৃতিকে তারা নিজের বলে দাবি করতে পারেনা। তারা সেখানকার ভূমি সন্তান না হওয়ায় সেখানকার মাটি ও সংস্কৃতিকে লালন করতে পারেনা। অনেকটাই যোগাযোগহীন হয়ে পড়ে ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের মর্যাদা হারাতে থাকে। স্থানীয় জনগণ তাদের সম্মান করতে চায় না। অভিবাসী বা বাস্তুচ্যুত মানুষকে অন্য মানুষরা সাধারণত ভালোবাসতে চায় না। অভিবাসী মানুষ সবসময় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। অভিবাসী জীবন ক্ষুধা ও দারিদ্রময় জীবন যা মানুষকে তার মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করে রাখে।

পবিত্র বাইবেলে অভিবাসন একটি কেন্দ্রিয় বিষয়। পবিত্র বাইবেলে নির্বাসিত জীবন, ঘন ঘন বাস্তুচ্যুত বা এক স্থান হতে আরেক স্থানে ভ্রমণের অনেক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশে দীর্ঘদিন অভিবাসী হিসাবে বসবাস করেছে। আব্রাহাম এবং যাকোব হলেন অভিবাসীদের প্রকৃত উদাহরণ। হেরোদ রাজার নিকট থেকে শিশু যিশুকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সাধু যোসেফ মিশর দেশে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। অভিবাসী হওয়ার অভিজ্ঞতা বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া অনেক দুঃখ কষ্ট ও যাতনার বিষয়, নিপীড়িত হওয়ার বিষয়, একটি আত্মমর্যাদাহীন জীবনের বিষয় যা আমরা কেউই চাই না।

একজন প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অভিবাসী জনগণের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে কাউকে তার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। স্বদেশীয় আইন দিয়ে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে। দেশের উৎপাদিত ফসল থেকে তাদের খাদ্য সহায়তা দিতে হবে (লেবীয় পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ)। ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে এবং বাইবেলের নতুন নিয়মানুসারে পৃথিবীতে ঈশ্বরের অনুসারী সকল মানুষই অপরিচিত, অস্থায়ী এবং নির্বাসিত কিন্তু স্বর্গে তারা স্থায়ী নাগরিক *(১ম পিতর ও ফিলিপ্পিয় পুস্তক)*। সুতরাং অভিবাসীদের বা (Migrant People) প্রতি আমাদের করণীয় হতে পারে, তাদেরকে বোঝা। যেমন আমরা আমাদের পরিবারের মানুষদের বুঝতে চেষ্টা করি। তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি একই ভাবে তাদের প্রতি সেই দায়িত্ব পালন করা। তাদের কথা শোনা। অভিবাসীরা সাধারণত অপরিচিত হওয়ায় আমরা তাদের কথা শুনতে চাই না। আমরা যদি তাদের কথা না শুনি তাহলে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং অভিবাসীদের কথা আমাদের শুনতে হবে। তাদের সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য আমাদের সহায়ক হতে হবে। অভিবাসীদের প্রতি আমাদের সেবার মনোভাব থাকতে হবে। অভিবাসী হওয়ার কারণে তারা অনেক মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা ক্ষুধা ও দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করে। সেবা ও ভালোবাসাই তাদের নতুন জীবন এবং নতুন চেতনা দিতে পারে। নতুন ভাবে বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দিতে পারে। তাদের প্রতি সেবা প্রদান একটি মহৎ দায়িত্ব। অভিবাসীদের বেড়ে উঠার জন্য আমাদের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে পরিবারে সমাজে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য আমরা যা কিছু পেয়েছি সবই ঈশ্বরের দান। কোন কিছুই আমাদের নিজেদের নয়। অভিবাসীদের বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের সহায়তা প্রয়োজন। একে অপরের সহায়তা ছাড়া আমরা কেউই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারিনা। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিয়ে বেড়ে ওঠবার জন্য অভিবাসীদের সহায়তা প্রদান সকলের দায়িত্ব।

বাইবেল থেকে আমরা শিক্ষা পাই- তুমি তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসবে। অভিবাসী জনগণ আমাদের প্রতিবেশি। তাদেরকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য থাকা। ভালোবাসা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন সকলের জন্য একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকারে সবার প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। অভিবাসী জনগণ স্থানান্তরিত মানুষ হলেও তাদের প্রতি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

আলোচিত সংবাদ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান

গত মঙ্গলবার (২ জুন) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাইপ্রাসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ দূত আন্দ্রেয়াস এস কাকোরিসকে ৮ ভোটে পরাজিত করে তিনি এক বছরের জন্য এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এ জয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চীন, ভারত ও পাকিস্তানও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে দুই প্রার্থীকে ভোট দেন। নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ১৯০টি। খলিলুর রহমান ৯৯ ভোট আর আন্দ্রেয়াস এস কাকোরিস পেয়েছেন ৯১ ভোট। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক। ওই অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/x50dvfytrh?utm_source=chatgpt.com

বিশ্বের ১৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশের ওষুধ বিশ্বের ১৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। সোমবার (৮ মে) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশীয় উৎপাদকরা ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারলে এই পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে। মন্ত্রী বলেন, বিগত ১৭ বছর সরকারগুলো কোনো ভেন্টিলেটর, মেশিন, ভ্যাক্সিন দিয়ে যায়নি। এমনকি সিরিঞ্জও ছিল না। প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারদের সহায়তায় হামের মতো বিপদগুলো মোকাবিলা করেছে সরকার। তবে হামের এন্টিবডি তৈরি হতে ২০ জুন পর্যন্ত সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন, সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

https://www.bd-pratidin.com/minister-speech/2026/06/08/1259586

জ্বালানির পর বাড়ল বিদ্যুতের দাম

দেশে আবারও বেড়েছে বিদ্যুতের দাম। বুধবার(৩জুন) বিদ্যুতের পাইকারি ও খুচরা মূল্যহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। পাইকারি পর্যায়ে ১৯.৮৫ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ১৫ থেকে ১৯.৯৪ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া সঞ্চালন চার্জ ২৩.৯৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। গত ৩ থেকে ৬ মে'র মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদক, সঞ্চালক ও বিতরণকারী সংস্থা-কোম্পানিগুলো বিইআরসিতে বিদ্যুতের পাইকারি ও খুচরা দাম এবং সঞ্চালন মাশুল বাড়ানোর আবেদন করে। গত ২০ ও ২১ মে বিইআরসির গণশুনানিতে রাজনৈতিক নেতা, ভোক্তা অধিকারকর্মী, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, ভুল পরিকল্পনা ও অপচয়ের দায় সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো হচ্ছে। সর্বশেষ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাহী আদেশে পাইকারি বিদ্যুতের গড় দাম ইউনিট প্রতি ৬ টাকা ৭০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা ৪ পয়সা করা হয়েছিল।

https://khoborpatrabd.com/news/4649

কৃষি বরাদ্দের ওপর নির্ভর করবে খাদ্যনিরাপত্তা

প্রতি বছরই কৃষি খাতে ভর্তুকি ও বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হলেও কৃষকের লোকসানের গল্প যেন শেষ হয় না। উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় মাঠের কৃষক এখনো আর্থিক সংকটে। এর মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা সার ও জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন অস্থিরতা তৈরি করেছে। ফলে নতুন অর্থবছরে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও ভর্তুকি অব্যাহত রাখার ওপর। গত এক দশকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেও সেই খাদ্যের মূল উৎপাদক কৃষকের অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। রাজবাড়ীর কৃষক হুমায়ুনের অভিজ্ঞতায় সেই বাস্তবতাই স্পষ্ট। তিনি জানান, এক বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষে তাঁর খরচ হয়েছে প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ টাকা। সেচ ব্যয় যোগ হলে খরচ দাঁড়ায় আরও প্রায় ৫ হাজার টাকা বেশি। কিন্তু বাজারে ধানের যে দাম, তাতে উৎপাদন খরচই উঠে আসে না। কৃষকের অভিযোগ, সরকার ধান ও চালের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সুবিধা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছায় না। বরং তা মধ্যস্বত্বভোগী ও ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে বাজারের মুনাফা চলে যায় অন্যদের কাছে। ফলে কৃষকের আয় বাড়ে না, বরং উৎপাদনের ঝুঁকি ও ব্যয়ই বাড়তে থাকে।

https://www.bd-pratidin.com/first-page/2026/06/10/1260234

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬: প্রতি মিনিটে ইতিহাস গড়ার হাতছানি

ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল আসর। প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করছে এই টুর্নামেন্ট, যেখানে অংশ নেবে সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪৮টি দল। নতুন ফরম্যাটে ম্যাচ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪-এ, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ১২টি গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের পাশাপাশি সেরা আটটি তৃতীয় স্থানধারী দলও নকআউট পর্বে জায়গা পাবে। ফলে চ্যাম্পিয়ন হতে একটি দলকে জিততে হবে রেকর্ড ৮টি ম্যাচ। এবারের আসরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের উপস্থিতিও নজরকাড়া, যা বিশ্ব ফুটবলে তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিফলন। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় স্মার্ট 'ট্রিওন্ডা' বলও যোগ করছে নতুন মাত্রা। সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ শুধু একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট নয়, বরং রেকর্ড, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক অংশগ্রহণের এক নতুন যুগের সূচনা।

তথ্যসূত্র: সময় সংবাদ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিতে কঠোরতা: যুক্তরাজ্য সরকারের নতুন পদক্ষেপ

যুক্তরাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়ায় আরও কঠোর নীতি গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতিরিক্ত হারে কোর্স ত্যাগ, কম ভর্তি হার বা ভিসা প্রত্যাখ্যানের ঘটনা দেখা গেলে সেই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি করার অধিকার হারাতে পারে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের হোম অফিস কর্তৃক এ তথ্য জানানো হয়েছে। সরকারের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ব্যক্তি শিক্ষার্থী ভিসাকে পড়াশোনার পরিবর্তে অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে ভিসা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নতুন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত এক বছরে শিক্ষার্থী ভিসাধারীদের আশ্রয় প্রার্থনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ইতিবাচক ফল হিসেবে দেখা হচ্ছে। নতুন নীতির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড আরও কঠোর করা হয়েছে। এখন থেকে ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার ৫ শতাংশের নিচে রাখতে হবে। পাশাপাশি ভর্তি নিশ্চিতকরণের হার কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ এবং কোর্স সম্পন্ন করার হার ৯০ শতাংশ হতে হবে।

https://dainikamadershomoy.com/details/019eabfc9ca6

বানর ও কুমির

অনেক দিন আগে নদীর ধারে একটি জাম্বুরা গাছে একটি বানর বাস করত। সে একাই থাকত, আর খুব সুখী ছিল। একদিন, একটি কুমির নদী থেকে উঠে এল। সে সাঁতরে গাছটির কাছে গিয়ে বানরটিকে বলল যে সে অনেক দূর থেকে এসেছে এবং খুব খিদে পাওয়ায় খাবারের সন্ধানে আছে। দয়ালু বানরটি তাকে কয়েকটি গোলাপি জাম্বুরা খেতে দিল। কুমিরটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করল যে সে আবার তার কাছে আসতে পারবে কিনা। বানরটি খুশিমনে বলল, "তুমি যেকোন সময় আসতে পার।" এরপর থেকে কুমিরটা প্রতিদিন বানরটার কাছে আসতে লাগল। তারা একে অপরের সাথে জাম্বুরা ভাগ করে খেত সেইসাথে নিজেদের জানা সব বিষয় নিয়েও তারা কথা বলত। কুমিরটা বানরটাকে বলল যে তার একজন স্ত্রী আছে এবং তারা নদীর ওপারে থাকে। তাই সেই উদার বানরটা অনেকগুলো জাম্বুরা পেড়ে কুমিরের স্ত্রীর জন্য তাকে দিয়ে দিল। কুমিরের স্ত্রীও জাম্বুরা খেয়ে খুব প্রশংসা করলো, কিন্তু তার স্বামী নতুন বন্ধুর সঙ্গে তার থেকে দূরে এতটা সময় কাটানোয় সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। সে এমন ভান করল যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে তার স্বামী, একজন কুমির, একটি বানরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে। তবে কুমিরটি তাকে বানরের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিশ্বাস করাল। কুমিরের স্ত্রী মনে মনে ভাবল, "বানরটা যদি শুধু এই মিষ্টি জাম্বুরাগুলোই খায়, তাহলে ওর মাংসও নিশ্চয়ই মিষ্টি হবে। রাতের খাবার হিসেবে ও বেশ সুস্বাদু হবে।" তাই স্ত্রী তার স্বামীকে তার বন্ধুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে বলল, যাতে সে তার সাথে দেখা করতে পারে। কিন্তু কুমিরটা তার বন্ধুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে খুশি ছিল না। তাই স্ত্রী একটি ফন্দি আঁটল। সে একদিন খুব অসুস্থ হওয়ার ভান করে কুমিরকে বলল যে ডাক্তার বলেছেন, বানরের হৃৎপিণ্ড খেলেই কেবল সে সুস্থ হতে পারবে। তার স্বামী যদি তার জীবন বাঁচাতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার বন্ধুর হৃৎপিণ্ড এনে দিতে হবে। কুমিরটা এতটাই বোকা ছিল যে সে তার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে ফেলেছিল। কিন্তু বন্ধুকে মেরে ফেলার চিন্তাটাও তাকে খুব অসুখী করে তুলেছিল। সে তার বন্ধুর কোনো ক্ষতি করতে চায়নি। একই সাথে, সে তার স্ত্রীর মৃত্যুও কামনা করেনি। তাই কুমিরটি জাম্বুরা গাছটির কাছে গিয়ে বানরটিকে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। বানরটি খুব খুশি হয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। কুমিরটি বানরটিকে বলল যে সে তার পিঠে চড়ে নদী পার হয়ে অপর পারে যেতে পারবে। নদীর মাঝখানে পৌঁছানোর পর কুমিরটি ডুবতে শুরু করল। বানরটি ভীত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে এমনটা কেন করছে। কুমিরটা বলল "আমি তোমাকে মেরে ফেলতে চাই। কারণ তোমার হৃদপিণ্ডটা আমার লাগবে। আমার স্ত্রী অসুস্থ এবং সে কেবল একটি বানরের হৃৎপিণ্ড খেলেই সুস্থ হতে পারবে।" বানরটা হতবাক হয়ে গেল এবং দ্রুত ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সে কুমিরকে বলল যে, তার স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে সে সানন্দে নিজের হৃদয়টা দিয়ে দেবে, কিন্তু তার হৃদয়টা সে গাছেই ফেলে এসেছে। সে কুমিরকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করল যাতে সে তার হৃদপিণ্ডটা নিয়ে আসতে পারে। বোকা কুমিরটা খুশি হলো যখন সে শুনল যে বানরটা কোনো প্রতিদান ছাড়াই তার হৃদয়টা দিতে রাজি হয়েছে। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে বানরটা তার হৃদয়টা দিতে ইচ্ছুক। বন্ধুকে না মেরে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করার ভাবনাটা তাকে আনন্দিত করল। কুমিরটা ঘুরে দাঁড়াল এবং যত দ্রুত সম্ভব গাছটার দিকে সাঁতরাল। তারা পৌঁছানোর পর, বানরটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গাছে উঠে গেল। সে কুমিরটার দিকে নিচে তাকিয়ে বলল, "এখন তুমি তোমার দুষ্ট বউয়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বলতে পারো যে তার স্বামী এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বোকা। তোমার বোকামির কোনো তুলনা হয় না। তোমার বউয়ের একটা অন্যায় দাবির জন্য তুমি আমার জীবন নিতে প্রস্তুত ছিলে। তারপর তুমি এতটাই বোকা ছিলে যে আমার কথা বিশ্বাস করে আমাকে গাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলে। আমার হৃদপিণ্ডটা আমার শরীরের ভিতরেই আছে আর হৃদপিণ্ড ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। আর তোমার মত বোকার সাথে আমি আর বন্ধুত্ব রাখবো না।"

নীতিবাক্য: নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু শ্রেয়।

শব্দের মিস্ত্রি

ক্ষুদীরাম দাস

শব্দের মিস্ত্রি কবি, গড়ে তোলেন আলো,
কলমে তার রঙ মেশে আকাশের নীল।
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে থাকে জীবনেরই চালো,
একটি লাইনেই খুলে যায় অজানা পথের জিল।

তুলি নেই, নেই কোনো পাথরের মহাকাব্য-প্রস্তর,
তবু তার অক্ষরেই ওঠে মহীরুহ স্বপ্ন।
শুদ্ধতার ছাঁচে গড়া অন্তরের মনস্তর,
যত নোংরা ছায়া আসে, কবি করেন দমন।

শব্দ তার সাধনা, শব্দই মুক্তি-পথ,
ধ্বনির দীপ জ্বেলে রাখেন অন্ধকারে দাঁড়ায়।
ভেতরের সত্যকে করে তুলেন প্রভাতের রথ,
মানুষের আত্মাকে লেখায় তিনি জাগায়।

দেখেন তিনি সেখানে, যেখানে দৃষ্টি থেমে যায়,
নীরবতার ভাষা তার কানে বাজে নিত্য।
দুঃখ-সুখ-স্বপ্ন সবই তিনি বুকে ঠাঁই দেন যায়,
শূন্য মন ভরিয়ে তোলেন সুরের অনিত্য।

তাই কবি সেইজন, যিনি ভাষায় শ্বাস দেন,
নিত্যদিনকে করেন চিরায়ত সৌন্দর্যের গান।
তার সৃষ্টির ডালপালা ছুঁয়ে যায় সব ভ্রান্তি বেদন,
মানুষের পথ দেখান তিনি–সত্যের মহামান।

লেখা আহ্বান

প্রিয় অভিভাবক এবং ছোট বন্ধুরা,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। 'ছোটদের আসরের' জন্য আপনাদের লেখা গল্প, ছড়া, কবিতা ও অঙ্কিত ছবি পাঠিয়ে দিন অথবা ছবি তুলেও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হলো ‘লেখক ও আবৃত্তি কর্মশালা ২০২৬’

বিজয় ভট্টাচার্য: বিগত ২৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গলে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল দিনব্যাপী ‘লেখক ও আবৃত্তি কর্মশালা ২০২৬’। শিক্ষার্থীদের সাহিত্যচর্চা, সৃজনশীল লেখালেখি, শুদ্ধ উচ্চারণ ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বিকাশের লক্ষ্যে নটর ডেম লেখককুঞ্জ ও নটর ডেম আবৃত্তি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি আয়োজিত হয়। বর্তমানে ক্লাব দু'টির মডারেটর ও সহ-মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রোজমেরী মানার, বিজয় ভট্টাচার্য ও কান্তানন্দি সিনহা।

সৃষ্টি গাইন ও সায়েম আহমেদ রাফির সঞ্চালনায় স্বাগত নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানের ছাত্র পরিচালক ও সহ-ক্লাব সমন্বয়ক ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু; ডিসি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন নির্বাহী সম্পাদক রবীন ভাবুক এবং আবৃত্তি ও উচ্চারণ প্রশিক্ষক দেবাশীষ চৌধুরী রাজা। তারা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লেখার কৌশল, ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার, সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ, শুদ্ধ উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, আবেগ প্রকাশ ও মঞ্চ উপস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

দুই শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অতঃপর সমাপনী বক্তব্যে অধ্যক্ষ ফাদার প্রশান্ত নিকোলাস ক্রুশ সিএসসি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরিশেষে, অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান এবং অতিথি ও প্রশিক্ষকদের সম্মাননা জানানো হয়।

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নারী ও যুব বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত “সেমিনার-২০২৬”

হেলেন গমেজ: গত ১ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর পক্ষে নারী ও যুব বিষয়ক উপ-কমিটি কর্তৃক আয়োজিত “সেমিনার-২০২৬” অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধনী নৃত্য, বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা, বক্তা ও উপস্থিত সবাইকে ফুলের শুভেচ্ছার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সমিতির বর্তমান সভাপতি রোনাল্ড সনি গমেজ। প্রথমেই সমিতির সেক্রেটারি ইগ্নেসিয়াস ব্রাইট কস্তা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর নারী বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক মিসেস হেলেন গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ'র সেক্রেটারি মিসেস মঞ্জু মারীয়া পালমা, এবং Development Sector Leader মিঃ টনি মাইকেল গমেজ। সম্মানিত বক্তাগণ মূল বিষয় “দক্ষতা, ন্যায্যতা, আত্মনির্ভরশীল ও সৃজনশীল সমাজ গঠনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ” উপর অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তাদের এই বাস্তবধর্মী বক্তব্যে সকল সদস্যগণ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ নোয়েল চার্লস গমেজ ও কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১৪০জন অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে দুপুরের আহার ও সমিতির বোর্ড পরিচালক লিও রোজারিও'র ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কোষাধ্যক্ষ মিসেস জেন ভেরোনিকা রোজারিও-র সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে দুপুরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো হৃদয়ের কথা: যুব আড্ডা

এডওয়ার্ড হালদার: বিগত ২৯ মে ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষে, বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর যুবাদের নিয়ে দিবসব্যাপী ব্যতিক্রমধর্মী যুবা আড্ডার আয়োজন করা হয়েছিল। যুবা আড্ডায় ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ৬৯ জন যুবক-যুবতী, ৩ জন ফাদার, ৩ জন সিস্টার এবং ৬ জন যুব এনিমেটরগণসহ সর্বমোট ৮১ জন এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়ের কথা: যুব আড্ডা, মূলসুর ছিল, “প্রিয় সন্তানেরা, এসো আমরা কেবল কথায় বা মুখে নয় বরং কাজে ও সত্যে প্রেম করি” (১ম যোহন ৩:১৮)। যুবা আড্ডায় সহভাগিতা করেন যোয়াকিম বালা। যুবাদের জীবন বাস্তবতার আলোকে তারা নিজ নিজ মতামত সহভাগিতা করেন। যুবাদের মণ্ডলীর প্রতি ভালবাসা এবং তাদের চাহিদাগুলো সহভাগিতা করা হয়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সমাজ বা মণ্ডলীর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেন। মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ। তিনি যুবাদের মণ্ডলীর প্রতি প্রত্যাশা, যুবকদের চাকচিক্য জগত ও বর্তমানে সমাজ উন্নয়নে তাদের করণীয় নিয়ে সহভাগিতা করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয় সার্বিকভাবে যুবা জীবনের এবং মণ্ডলীর প্রতি যুবাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে সহভাগিতা করেন। যুবাদের সাথে সংলাপ ও সহভাগিতার পরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল। শেষে যুবাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী সংলাপ ও যুবা আড্ডা সমাপ্ত হয়।

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There are vacancies for the following positions at LAMB.

Position: Coordinator, Project Development and Quality Control (Contractual) **Post: 1 (Male/Female)**

Job Summary: The Coordinator of Project Development and Quality Control provides strategic leadership and oversight for all CHDP projects of LAMB. The role ensures project design, effective implementation, and compliance with donor and organizational standards. Key responsibilities include CHDP program planning, quality assurance, monitoring and evaluation (MEAL), and resource mobilization through proposal development. S/he fosters innovation, partnerships, and staff capacity building to deliver inclusive, sustainable, and impactful projects in CHDP that are aligned with LAMB's mission and community needs.

Essential Requirements: Master's degree in any discipline. Master's in social science or related field from recognized university. Candidates should have a minimum of 15 years of working experience in program/ project management in the development sector.

Key Requirements

- Strong experience in program design, coordination, and quality assurance.
- Experience in government liaison and stakeholder engagement.
- Experience in coordinator and networking with government. line departments especially in health & FP, platforms or different institutions.
- Excellent written and oral language skill both in English and Bangla.

Age: Minimum 40 years

Salary: Gross Salary Tk. 51,765 /-. Approximately Tk. 648,580 per annum, inclusive of all benefits. The remuneration package includes a provident fund, festival allowance once per year, medical and recreation benefits, critical illness and death benefits.

Position: Instructor (Regular) **Post: 1 (Female)**

Job Summary: This role is part of the teaching staff of the **Diploma in Nursing Science & Midwifery** and **Diploma in Midwifery Education Program** in line with established standards and curriculum at LAMB.

Key Responsibilities

- Teach the Nursing & Midwifery students with specialized knowledge and skills, delivering quality teaching in selected modules essential for student graduation and licensing through the **Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC)**.
- Provide supportive skill supervision in the hospital/community clinics where students practice their clinical skills.
- Monitor student progress and facilitate achievement of program objectives.
- Assist in developing training programs and teaching health care workers.

Essential Requirements: Basic BSC in nursing or Post BSC in Nursing/Midwifery. MPH will be Preferred. Minimum 2-3 years of working experience in obs-gynae Ward. Minimum 5-8 years of experience in teaching Nursing, Midwifery or other health-related subjects. Strong understanding of adult learning principles. Proven experience in preparing PPT, internet browsing, Microsoft Word and Excel application program. Basic training on participatory teaching, knowledge on child protection and safeguarding required.

Salary: Around Tk. 21,000-23,000 per month gross salary. Other benefits include provident fund, festival allowance once per year, medical care at LAMB Hospital, recreation, critical illness and death benefit.

Job Location: LAMB Head office, Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, Up-to-date BNMC Registration (for Instructor Position), NID, and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 22 June 2026.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential women candidates are strongly encouraged to apply."

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com Shomvob LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/১২৩/২৬

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA- 1212
BANGLADESH

JOB OPPORTUNITY

Salmela International school is an English Medium School conducted by **`Joy & Hope Trust'.**
Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following position:

Name of the Post of Teacher	Post	Education Qualifications	Experiences	Additional Requirement
Teacher for the **Salmela International English Medium School**.	01	Bachelor's (Hon) & Master Degree in English.	Minimum 5 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will be preferable. **(Candidate having English Medium or English Version background).**	1. Age-25- 40 years.

Interested candidates are requested to submit their applications along with C.V on or before the 15th July - 2026. Please apply with your recent Passport size Photograph, Photo copy of National ID, Experience certificates, Contact information, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if they are not submitted according to the above requirements.

Please mail your application to:

The Chairman
Salmela International School
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka-2941

Contact
Phone: **+880-1321749596**
E-mail: **susan.baroi@fida.fi**

বিজ্ঞ/১২৪/২৬

স্নেহের যুবতী বোনেরা তোমরা কি ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের কথা ভাবছ? এবং শান্তিরাণী সংঘে যোগদানের মধ্য দিয়ে যিশুর ডাকে সাড়া দিতে আগ্রহী? তবে এই নিমন্ত্রণটি তোমাদের জন্য।

আগমন ও অভিজ্ঞতা অর্জন
২৯ জুন - ১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কনভেন্ট
বালুবাড়ী, দিনাজপুর

নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ কর
সি. সুরমা কোড়াইয়া, সিআইসি
মোবাইল: ০১৭২৭৬৩৫১৯৩
সি. মার্থা মণ্ডল, সিআইসি
মোবাইল: ০১৭৯১৪৬৬৭৫১

যারা SSC পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধে পড়াশোনা করছ তাদেরকে
শান্তিরাণী সংঘের আয়োজিত
"এসো, দেখে যাও" ২০২৬ প্রোগ্রামে আন্তরিক নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিজ্ঞ/১২০/২৬

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃ-সংঘের বার্ষিক নির্জন ধ্যান, নবায়ন কোর্স, বার্ষিক সাধারণ সভা ও কনফারেন্স ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ এবং রুবি জুবিলী উদ্‌যাপন

বার্ষিক নির্জন ধ্যান

১ম দল: ১৩-১৮ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২য় দল: ২০-২৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: খ্রীষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী
মূলসুর: উত্তম মেষপালক: 'ঐশ আত্মার বিনম্র শ্রবণ-কষ্টভোগী জনগণের জন্য উন্মুক্ত হৃদয়-মন'

নবায়ন কোর্স
৩-৭ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, দিয়াং মারীয়াম আশ্রম, চট্টগ্রাম।
মূলসুর: ১৯৯০ দশকের যাজক-একবিংশ শতাব্দীর পালক।

বিডিপিএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও কনফারেন্স এবং রুবি জুবিলী
তারিখ: ৩-৮ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: আর্চবিশপ ভবন, ঢাকা ও তেজগাঁও ধর্মপল্লী, ঢাকা।
মূলসুর: রুবি জুবিলী: 'ভ্রাতৃপ্রেমের উৎসব: মিলন-একতা এবং পালন সেবায় বৃদ্ধিলাভ।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার মিন্টু এল, পালমা	ফাদার উইলিয়াম মুর্মু	ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু	ফাদার সাগর কোড়াইয়া
সভাপতি, বিডিপিএফ	সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ	সেক্রেটারী, বিডিপিএফ	ডেপুটি সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/১২২/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 19
Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 June, 2026, ৩১ জ্যৈষ্ঠ - ৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!
ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব- ২০২৬
মূলসুর: ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী আলোর পথের দিশারী

সম্মানিত সুধী,

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পক্ষ থেকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর গর্ব ও ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরার শতবর্ষ জুবিলী জয়ন্তী উৎসব ও সেমিনারীর প্রিয় প্রতিপালিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব আগামী ১-২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হবে। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই সেমিনারীর জুবিলী অনুষ্ঠান ও পর্বে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। বিশেষভাবে যারা এই সেমিনারী থেকে গঠন নিয়ে আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার ও ব্রাদার হয়েছেন এবং একই সাথে যারা এই সেমিনারী থেকে গঠন নিয়ে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত আছেন এবং এই সাথে মাণ্ডলিক কাজকে তরান্বিত করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীকে স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মাতৃগৃহের অবদান অতুলনীয় ও অপরিসীম। তাই ঐতিহ্যবাহী এই সেমিনারীর জুবিলী ও পর্ব অনুষ্ঠানকে সুন্দর, স্বার্থক ও সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আপনাদের উপস্থিতি, প্রার্থনা, পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান একান্তভাবে কামনা করছি।

পর্বকর্তা ২০০০ টাকা (শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষে)
পবিত্র খ্রীষ্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা
এছাড়াও যারা আর্থিক অনুদান দিয়ে সহায়তা করতে চান তারা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানের সময়সূচী

তারিখ	বিষয়বস্তু	সময়
০১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (শুধুমাত্র যাজকদের জন্য)	অনুষ্ঠান: "স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী"আড্ডা ও সহভাগিতা	
	আগমন এবং রেজিস্ট্রেশন	বিকাল ৪:০০ টায়
	"স্মৃতিতে বান্দুরা সেমিনারী" আড্ডা ও সহভাগিত	বিকাল ৫:০০ টায়
	পবিত্র ঘন্টা	সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে
	রাতের খাবার	রাত ৭:৩০ টায়
০২ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (সকলের জন্য)	উদ্বোধন অনুষ্ঠান	৯:০০মিনিট
	পবিত্র খ্রিস্টযাগ	৯:৩০ মিনিট
	স্মরণিকা উদ্বোধন	১১:৩০ মিনিট
	টিফিন	১২:০০ মিনিট
	স্মৃতি চারণ	১২:৩০ মিনিট
	দুপুরের আহার	১:৩০-৩:০০ মিনিট
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (র‍্যাফেল ড্র)	৩:০০ মিনিট
	টিফিন	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে

মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই
আহ্বায়ক পরিচালক ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রিয় কমিটি সেক্রেটারী
মোবাইল : ০১৭১৮-৪৮৮৫৭৬ জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রিয় কমিটি
ফোন: ০১৭০৯-১০৫৮৯৭
বিকাশ: ০১৯৬১-৯৯৯৩২১

বিজ্ঞ/১১৯/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org